শেষ হালনাগাদ করার তারিখ : 1 জুলাই, 2021

ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ-সুবিধাকে পরিচালনা করার নিয়ম ও শর্তাবলি

আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত যে সুযোগ ও সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছে সেই ক্ষেত্রে এই নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে এবং সেগুলোকে পরিচালিত করবে।

I. 'শাখা রূপে অন্তর্ভুক্ত করা'-র সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বলতে বোঝাবে এবং তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

- এমন যে-কোনো কোম্পানি, যা আইসিআইসিআই ব্যাংকের হোল্ডিং বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি, বা এমন যে-কোনো ব্যক্তি, যিনি আইসিআইসিআই ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে বা সার্বিক নিয়ন্ত্রণে আছেন, বা
- এমন যে-কোনো ব্যক্তি, যিনি 26% বা তার বেশি ভোটিং সিকিউরিটিতে রয়েছেন, এবং যাঁর ওপর আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রত্যক্ষ বা লাভজনক স্বার্থ বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

শাখা রূপে অন্তর্ভুক্ত-এর সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য, যখন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটা ব্যবহার করা হবে, তখন তার অর্থ হবে কোনো ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, ভোট সংবলিত সিকিউরিটির মালিকানার মাধ্যমে, চুক্তির দ্বারা বা অন্য যে-কোনোভাবে ম্যানেজমেন্ট ও পলিসিকে পরিচালিত করার ক্ষমতা, এবং 'ব্যক্তি' মানে যে কোনো লোক, কোম্পানি, ফার্ম, কর্পোরেশন, অংশীদারিত্ব, অছি বা অন্য যে কোনো সত্তা বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো স্বাভাবিক বা বৈধ ব্যক্তি। 'আবেদক' মানে এমন যে কোনো ব্যক্তি, যিনি/যাঁরা আইসিআইসিআই ব্যাংকের কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন।

'অনুমোদিত ডিলার' মানে, সময়ে-সময়ে সংশোধিত হওয়া বিদেশি মুদ্রা বিনিময় পরিচালন আইন, 1999-এ অনুমোদিত ডিলারের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেটাই।

'ব্যবসার দিন' মানে, যেদিন আবেদনের ফর্ম-এ উল্লিখিত আইসিআইসিআই ব্যাংক বা যার মাধ্যমে কার্ড দেওয়া হয়েছে বা আইসিআইসিআই ব্যাংক দ্বারা কার্ড সদস্যকে অবহিত করা অন্যান্য যে কোনো অফিস খোলা থাকে সাধারণ ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য।

'কার্ড' বা 'ক্রেডিট কার্ড' বা 'EMI কার্ড' বা 'অনলাইন ক্রেডিট কার্ড' বা 'বিজনেস কার্ড' বা 'Visa mCheck credit card' মানে, আবেদক-এর অনুরোধে আইসিআইসিআই ব্যাংক-এর পক্ষ থেকে জারি করা আইসিআইসিআই ব্যাংক VISA/AMEX/MasterCard ক্রেডিট কার্ড বা অন্য যে-কোনো ক্রেডিট কার্ড।

'APIN' মানে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্ড সদস্যকে দেওয়া বা সময়ে-সময়ে কার্ড সদস্য/আইসিআইসিআই ব্যাংকের দ্বারা বেছে নেওয়া কার্ড সংক্রান্ত পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর। (Visa mCheck কার্ডের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়)

'কার্ড অ্যাকাউন্ড' মানে, কার্ড সদস্যের নামে খোলা এবং এখানে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলি অনুযায়ী ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক দ্বারা প্রতিপালিত অ্যাকাউন্ট।

‘নগদের সীমা’ মানে, আইসিআইসিআই ব্যাংক দ্বারা সংজ্ঞায়িত ও নির্ধারিত নগদের সর্বোচ্চ পরিমাণ বা নগদের সমতুল্য, যা কার্ড সদস্য নিজের কার্ড অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করতে পারবেন। কার্ড-সদস্যের ক্রেডিট-সীমা/ক্রয় সীমার একটি সাব-সেট তৈরি করে নগদের সীমা। (Visa mChek কার্ডের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়)

‘চার্জ’ মানে, যেসব চার্জের কথা এখানে দফা VI-এ নির্দিষ্ট করা হয়েছে বা এই নিয়ম ও শর্তাবলির যে কোনো জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লিখিত চার্জগুলোর যাবতীয় বিবরণ ট্যারিফ পরিশিষ্টে প্রদত্ত বিবরণের মতোই হবে, যদি না কার্ড সদস্যকে নির্দিষ্টভাবে জানানো হয়, যা সময়ে-সময়ে সংশোধন অনুযায়ী জানানো হয়ে থাকে।

‘কোম্পানি’ মানে, কোম্পানি আইন, 1956-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোম্পানির কথা বলা হয়েছে, যা সময়ে-সময়ে সংশোধিত হয়।

‘কার্ডের সীমা’/‘ক্রয় সীমা’ মানে, কার্ড সদস্য নিজের ক্রেডিট কার্ডে যে-পরিমাণ টাকা খরচ করার অনুমোদন পেয়েছেন, তার সীমা।

‘আইসিআইসিআই’ সীমা বলতে বোঝাবে, আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড, ক্রেডিট কার্ডের মালিক, তাঁর উত্তরাধিকারী এবং অনুমোদিত দায়িত্বপ্রাপ্ত।

‘আইসিআইসিআই ব্যাংক গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র’ মানে আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে কার্ড সদস্যদের প্রতি প্রদত্ত আইসিআইসিআই ব্যাংক-ফোন ব্যাংকিং পরিষেবা।

‘ইনফিনিটি’ বলতে বোঝানো হয়েছে, URL www.icicibank.com-এ আইসিআইসিআই ব্যাংক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবা/নিজস্ব ওয়েবসাইটের ট্রেড নামকে। (Visa mChek-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)

‘বিমা কোম্পানি’ মানে, আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বা সময়ে-সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক নির্ধারণ করতে পারে, এমন যে কোনো বিমা কোম্পানি।

‘সদস্য’ বা ‘কার্ড ধারক’ বা ‘কার্ড সদস্য’ মানে, আবেদক, যাঁকে তাঁর নাম থাকা কার্ড দেওয়া হয়েছে এবং যিনি ওই কার্ডের ধারক।

‘বণিক প্রতিষ্ঠান’ মানে, এই কার্ডকে মান্য করা যে কোনো স্থানে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে দোকান, বিপণি, রেস্তোরাঁ, বিমান সংস্থা, ক্যাশ অ্যাডভান্স পয়ন্টে, এবং সেইসঙ্গে ATM ও মেল অর্ডার অ্যাডভার্টাইজারকেও (খুচরো বিক্রেতা, পরিবেশক বা প্রস্তুতকারকের মধ্যে যে কেউ হতে পারে) ধরা হবে।

‘বণিক’ মানে, এমন যে কোনো ব্যক্তি যিনি বণিক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তা পরিচালনা করেন, তাঁর উত্তরাধিকারী ও অনুমোদিত দায়িত্বপ্রাপ্ত।

‘ন্যূনতম বকেয়ার পরিমাণ’ বা ‘MAD’ মানে, স্টেটমেন্টে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ। ‘মোট বকেয়ার পরিমাণ’ বা ‘TAD’ মানে, স্টেটমেন্টে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ।

‘পরিশোধের শেষ তারিখ’ মানে, কার্ড সদস্যের দ্বারা কার্ড ব্যবহার হওয়ার দরুন কোনো চার্জ প্রত্যেক মসের যে তারিখে পরিশোধ করতে হয়, সেই তারিখের কথা বলা হয়েছে, যা স্টেটমেন্ট পাঠিয়ে জানানো হয়।

‘প্রধান কার্ড সদস্য’ মানে, যাঁর নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং যাঁর নামে কার্ড জারি করা হয়েছে।

‘RBI’ মানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক।

‘স্টেটমেন্ট’ মানে, আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে মাসে-মাসে কার্ড সদস্যের কাছে পাঠানো অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট। সেখানে আইসিআইসিআই ব্যাংকের ওই অ্যাকাউন্টের প্রধান কার্ড সদস্য ও যে কোনো পরিপূরক কার্ড সদস্যের দ্বারা আর্থিক দায়বদ্ধতা পালনের তারিখ নির্ধারণ করা থাকে।

‘পরিপূরক কার্ড সদস্য’ মানে, প্রধান কার্ড সদস্যের পরিবারের সদস্য, যিনি প্রধান কার্ড সদস্যের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ বলে এমনিতেই কার্ড সদস্য হয়ে যান। (mChek -এ পরিপূরক কার্ড প্রযোজ্য নয়)

‘ট্যারিফ পরিশিষ্ট’ মানে, এমন এক পরিশিষ্ট, যেখানে কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিষেবাগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চার্জগুলোর বিবরণ থাকে। এই চার্জগুলো আইসিআইসিআই ব্যাংকের একক বিবেচনায় পরিবর্তন সাপেক্ষ। তবে, পরিবর্তিত চার্জ কবে থেকে প্রযোজ্য হবে, তা কার্ড সদস্যকে 30 দিন আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

‘লেনদেনের নির্দেশ’ মানে, লেনদেন কার্যকর করার জন্য কার্ড সদস্য আইসিআইসিআই ব্যাংককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ও/বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ও/বা ইনফিনিটির মাধ্যমে যে নির্দেশ দেন, তার কথা বলা হয়েছে। লেনদেনের নির্দেশের মধ্যে থাকবে চার্জ স্লিপ, ক্যাশ অ্যাডভান্স স্লিপ বা মেলের অর্ডার কুপন। তবে, এই নির্দেশ শুধু এগুলোর মধ্যেই সীমিত নয়।

এই ‘নিয়ম ও শর্তাবলি’ মানে, এখানে নির্দিষ্ট ও/বা সময়ে-সময়ে সংশোধন অনুযায়ী আইসিআইসিআই ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত হতে পারার মতো নিয়ম ও শর্তাবলির কথা বলা হয়েছে। বিপরীত কোনো অভিপ্রায় দেখা না-দিলে :

(a) এই নিয়ম ও শর্তাবলি হল এমন ‘সংশোধন’-এর প্রাসঙ্গিক সূত্র, যার মধ্যে রয়েছে পরিপূরক, অদল-বদল, নতুনত্ব, বদলি বা পুনরায় বলবৎ করা। এবং ‘সংশোধিত’ বলতেও তা-ই বোঝানো হয়েছে; ‘কর্তৃত্বদান’ বা ‘অনুমোদন’-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কর্তৃত্বদান, সম্মতি, ছাড়পত্র, অনুমোদন, অনুমতি, সংকল্প, লাইসেন্স, অব্যাহতি, ফাইলিং ও নিবন্ধন ; ‘আইন’ বলতে যে কোনো সংবিধান, সংবিধি, আইন, নীতি, নিয়ম, অধ্যাদেশ, রায়, আদেশ, ফরমান, কর্তৃত্বদান বা আইনি ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো প্রকাশনা, নির্দেশনা, নির্দেশিকা, আবশ্যিক শর্ত বা সরকারি বিধিনিষেধ বা আবেদনপত্র স্বাক্ষর করার/জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত বা তার পর কার্যকর থাকা কোনো বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মীমাংসা বা পূর্ববর্তী যে কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা, এগুলোর প্রতিটিই সময়ে-সময়ে সংশোধন অনুযায়ী মেনে চলা হবে।

(b) এই নিয়ম ও শর্তাবলিতে একবচনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বহুবচন (এবং তার উলটোটাও)

(c) এই নিয়ম ও শর্তাবলিতে শিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করার সুবিধার জন্য। এগুলোকে নিয়ম ও শর্তাবলি বোঝা ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলতে হবে।

(d) ‘অন্তর্ভুক্ত’ বা ‘সহ’ বলে যে শব্দগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে কোনো সীমা নেই।

(e) লিঙ্গ উল্লেখ করতে হলে, মহিলা, পুরুষ ও ক্লীব লিঙ্গ উল্লেখ করতে হবে।

(f) যে কোনো ব্যাপারে আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে অনুমোদন, অনুমতি, সম্মতি বা গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন হলে,

আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে লিখিত অনুমোদন, অনুমতি, সম্মতি বা গ্রহণযোগ্যতা আগাম নিতে হবে।

(g) এই নিয়ম ও শর্তাবলিতে VISA/MASTERCARD-এর উল্লেখ থাকলেও, তা VISA/MASTERCARD-এর নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকা সমস্ত ব্যাংকের নামে জারি করা VISA/MASTERCARD-এর নির্দেশিকাকে ধরতে হবে।

(h) যে কোনো ব্যাপার, ঘটনা, পরিস্থিতি, পরিবর্তন, সত্য, তথ্য, নথি, কর্তৃত্বদান, কার্যধারা, কাজ, লোপ, দাবি, লঙ্ঘন, ত্রুটি বা অন্যথা সহ যে কোনো বিষয়ের বাস্তবিকতা নিয়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক ও কার্ড সদস্যের মধ্যে কোনো মতবিরোধ বা বিবাদ দেখা দিলে, পূর্ববর্তী যে কোনো বিষয়ের বাস্তবিকতা নিয়ে আইসিআইসিআই ব্যাংকের মতই হবে চূড়ান্ত এংব কার্ড সদস্য তা মানতে বাধ্য থাকবেন।

(i) কার্ড বা অন্য কোথাও 'আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড চুক্তি' কথাগুলো লেখা থাকা মানেই এই নিয়ম ও শর্তাবলি।

II. কার্ডের পরিষেবা

এই কার্ড আইসিআইসিআই ব্যাংকের সম্পত্তি। আইসিআইসিআই ব্যাংকের এই অধিকার রয়েছে -(1) প্রয়োজন মনে হলে এই ব্যাংক ক্রেডিট ব্যুরো রিপোর্ট ও এধরনের অন্যান্য রিপোর্ট সংগ্রহ করে আবেদক-এর ক্রেডিট যোগ্যতা নিরূপণ করতে পারে। (2) নিজের একক বিবেচনায় যে কোনো আবেদক-এর নামে কার্ড জারি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এই কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নয়, এবং এর ব্যবহার এখানকার নিয়ম ও শরতাবলি এবং সময়ে-সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক নির্ধারিত যে কোনো শর্তাবলি সাপেক্ষ। এই কার্ড হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্ড সদস্যকে এর উলটো পিঠে স্বাক্ষর করতে হবে। কার্ডসদস্যদের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র ও/ বা ইনফিনিটি উপলব্ধ রয়েছে। ক্রেডিট সীমা বৃদ্ধি, লেনদেন সংক্রান্ত অনুসন্ধান, মোট বকেয়া টাকার পরিমাম, স্টেটমেন্টের বিবরণ, টাকা পরিশোধের শেষ তারিখ ইত্যাদি সহ অ্যান্য নানা পরিষেবা/ সুযোগ-সুবিধা যখন আইসিআইসিআই ব্যাংক গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র ও/বা ইনফিনিটির মাধ্যমে কার্ডে সদস্য গ্রহণ করেন, তাহলে সেই পরিষেবা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ এবং সেই পরিষেবা/ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যম সম্পর্কে আইসিআইসিআই ব্যাংক যে নিয়ম ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা সর্বদা মেনে চলতে হবে, সময়ে-সময়ে সেগুলো সংশোধন হওয়া অনুযায়ী।

III. কার্ডের ব্যবহার

(a) আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ কার্ডের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী এই কার্ড বৈধ থাকবে, এখানে নীচে উল্লিখিত দফা III (h) ব্যতীত। অন্যান্য কার্ড ব্যবহার করা যাবে শুধুমাত্র সেই বণিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে, যারা ভারতে VISA/VISA Electron Credit Cards/MasterCard/AMEX গ্রহণ করে থাকে। তবে, আইসিআইসিআই ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট বণিক প্রতিষ্ঠশানের এই অধিকার রয়েছে যে, যে কোনো সময় এবং যে কোনো কারণেই হোক না কেন বণিক প্রতিষ্ঠানে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকে অস্বীকার করতে পারে। ক্রেডিট কার্ড শুধুমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং কার্ড সদস্য এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না, যাতে কি না অপরের হয়ে তাঁর নিজেরও কোনো স্বার্থ পূরণ হয়। কার্ড সদস্যকে যে চার্জের খরচ বহন করতে হয়,

তার উপরে বণিক প্রতিষ্ঠান যদি ক্রয় বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাবদ কোনো ধরনের চার্জ কাটে, তাহলে সেটা বণিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই নিস্পত্তি করতে হবে, এবং এ ব্যাপারে আইসিআইসিআই ব্যাংক কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। বণিক প্রতিষ্ঠানে কার্ড ব্যবহার করে কার্ড সদস্য যখন চার্জ স্লিপে স্বাক্ষর করবেন, তখন তিনি যেন অতি অবশ্যই চার্জ স্লিপগুলোর কপি নিয়ে নেন। চার্জ স্লিপে স্বাক্ষর করার দায়িত্ব কার্ড সদস্যের। কার্ড সদস্য যদি চার্জ স্লিপে স্বাক্ষর না-করেন, তাহলেও লেনদেন ও তার সঙ্গে যুক্ত চার্জের দায়বদ্ধতা কার্ড সদস্যের উপরেই বর্তাবে। আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্ড সদস্যকে চার্জ স্লিপের কপি দেওয়া হবে না। অবশ্য, কার্ড সদস্য যদি প্রাসঙ্গিক কোনো লেনদেনের পর 45 দিনের মধ্যে ওই লেনদেনের চার্জ স্লিপের কপি চেয়ে থাকেন, তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাংক তাদের একক বিবেচনায় চার্জ স্লিপের কপি দিতে পারে, তার জন্য ট্যারিফ পরিশিষ্টে উল্লিখিত চার্জ কেটে নেবে। আইসিআইসিআই ব্যাংক তাদের একক বিচেনায় মেল অর্ডার বা টেলিফোন অর্ডার পারচেজ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা কার্ড সদস্যকে দিতে রাজি হতে পারে।

অনলাইন ক্রেডিট কার্ড শুধুমাত্র অনলাইন লেনদেন মেল/অর্ডারের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে। অনলাইন ক্রেডিট কার্ড জারি করা হবে পরিপূরক কার্ড/অ্যান্ড অন কার্ড হিসাবে, প্রধান কার্ড হিসাবে নয়, অথবা সময়ে-সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় যা অবহিত করবে, সেই অনুযায়ী এই কার্ড জারি করা হতে পারে। Visa mCheck শুধুমাত্র মোবাইলের মাধ্যমে পেমেন্ট ও/বা কেনাকাটার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। Visa mCheck ক্রেডিট কার্ড জারি করা হবে পরিপূরক কার্ড/অ্যাড অন কার্ড হিসাবে, প্রধান কার্ড হিসাবে নয়, অথবা সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় যা অবহিত করবে, সেই অনুযায়ী এই কার্ড জারি করা হতে পারে। কার্ড সদস্য জানেন যে, মেল অর্ডার, টেলিফোন অর্ডার বা মোবাইল পারচেজের ক্ষেত্রে কেনাকাটা করার সময় কার্ড সদস্যকে চার্জ স্লিপে স্বাক্ষর করতে হবে না। সেজন্য, কার্ড সদস্য এটা মেনে নেন যে, সেরকম কোনো কেনাকাটা বা চার্জের প্রামাণিকতা বা বৈধতা নিয়ে যে কোনো কারণেই হোক না কেন, কোনো বিবা দেখা দিলেও কার্ড সদস্য নিজের বকেয়া টাকা আইসিআইসিআই ব্যাংককে পরিশোধ করবেন।

(b) সব বিবাদই কার্ড সদস্য ও সংশ্লিষ্ট বণিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার ব্যাপার, এবং এই এই দুপক্ষকেই তার নিস্পত্তি করতে হবে। কোনোরকম ভাবেই ওই বিবাদের দায় আইসিআইসিআই ব্যাংকের ওপর বর্তাবে না।

(c) এই কার্ড : (i) আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্ড সদস্যকে অবহিত করা ক্রেডিট সীমার মধ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে ; এবং (ii) কার্ডের ওপর মাসের যে শেষ তারিখ উল্লেখ করা থাকবে, তার পর ব্যবহার করা যাবে না।

(d) কার্ড সদস্যের এই কার্ড ব্যবহার করার অধিকার অবিলম্বে অবসান করা হবে : (i) নীচের দফা V মেনে চলা বন্ধ হয়ে গেলে ; বা (ii) কার্ড হারিয়ে গেলে, এর অপব্যবহার হলে বা চুরি হয়ে গেলে।

(e) এই কার্ড ব্যবহার করে কার্ড সদস্য এই অনুরোধ জানিয়েই রাখছেন বলে ধরে নেওয়া হবে যে, কার্ড সদস্যের পক্ষ থেকে আইসিআইসিআই ব্যাংক গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে/ ইনফিনিটিতে কার্ডের সময়সীমা নবীকরণ ও বা পুরনো কার্ড বদলে নতুন দেওয়ার কথা জানানোর পর প্রত্যেক কার্ড সদস্যের কার্ড নবীকরণ ও/বা পুরনো কার্ড বদলে নতুন দেওয়ার কথা জানানোর পর প্রত্যেক কার্ড সদস্যের কার্ড নবীকরণ করা হবে ও/বা পুরনো কার্ড বদলে নতুন দেওয়া হবে। এই নবীকরণ ও বা বদলানোর বিষয়টা আইসিআইসিআই ব্যাংকের একক বিবেচনা সাপেক্ষ।

(f) ক্রেডিট কার্ড প্রোগ্রাম বন্ধ করার সময় বা ক্রেডিট কার্ড নবীকরণ করার সময় কার্ড সদস্যের কাছে বর্তমানে যে প্রকার

কার্ড আছে, তার চেয়ে আলাদা প্রকারের কার্ড নিজের একক বিবেচনায় দেওয়ার অধিকার আইসিআইসিআই ব্যাংকের আছে। যে কোনো সময়ে যে কোনো ক্রেডিট কার্ডের ক্রেডিট সীমা ও নগদ সীমার বিষয়টি আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেডের একক বিবেচনা সাপেক্ষ।

(g) এই কার্ড নিয়ে এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকের সঙ্গে সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে কার্ড সদস্যকে সর্বদা সততা বজায় রাখতে হবে।

(h) কার্ড সদস্যকে আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ যে কার্ড দেওয়াহয়, তারা সারা বিশ্বে বৈধ। শুধু নেপাল ও ভুটানের বণিক প্রতিষ্ঠানের বিদেশী মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রে এই কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করা যাবে না। যেসব কার্ডের ব্যবহার শুধুমাত্র ভারত /নেপাল/ভুটানের মধ্যেই সীমিত, সেগুলো ভারত /নেপাল/ ভুটানের বাইরে ব্যবহার করা হলে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট' (FEMA) বা অন্য যে কোনো সংশ্লিষ্ট আইনকে লঙ্ঘন করা হবে। এইসব শর্তকে ভঙ্গ করে বেঠিক পথে এই কার্ড ব্যবহারের সম্পূর্ণ দায় কার্ড সদস্যের এবং কার্ড সদস্য কোনো প্রতিবিধান লঙ্ঘন করার ফলে আইসিআইসিআই ব্যাংককে কোনো ক্ষতি, লোকসান, সুদ, অবস্থান্তর, অন্য কোনো আর্থিক মাসুল বহন/ভোগ করতে হয়, তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে বলে সম্মত হয়ে সেই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব কার্ড সদস্যের।

(i) আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ কার্ডকে যে কোনো উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটে ব্যবহার করা যাবে, তার জন্য ভারতের যে কোনো অনুমোদিত ডিলারের থেকে বিদেশী মুদ্রা ভাঙিয়ে নিতে হবে।

(j) লটারি টিকিট, নিষিদ্ধ বা নির্বাসিত পত্রিকা, স্যুইপস্টেকে অংশগ্রহণ, কলব্যাক সার্ভিসের জন্য পেমেন্ট, বিদেশে বিদেশী মুদ্রা বিনিময় লেনদেনের জন্য অন্য কোনোরকমভাবে টাকা পাঠানো, বিদেশের বিদেশী মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্র/ বিদেশী প্রতিপক্ষকে মার্জিন কল করা, দেশী/বিদেশী বাজারে বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ে লেনদেন করা ইত্যাদি অনুমোদনহীন সামগ্রী ক্রয় করার জন্য ইন্টারনেটে বা অন্যথা আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ কার্ড এবং অন্য সমস্ত ধরনের কার্ড ব্যবহার করা যাবে না।

(k) পণ্য আমদানি করতে চাওয়া কোনো গ্রাহক ভারতে আসুন বা না-আসুন, তাঁর নামে পণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ডে ডেবিট হওয়া পেমেন্টে অনুমোদিত ডিলার গ্রহণ করতে পারবেন। অতএব, ভারত থেকে পণ্য রপ্তানি করে অনুমোদিত ডিলাররা পণ্য আমদানি করা গ্রাহকের থেকে ক্রেডিট কার্ড থেকে ডেবিট হওয়া পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে কার্ড জারি করা ব্যাংক /প্রতিষ্ঠানের থেকে আসা অর্থ জমা হবে বিদেশী মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রে।

(l) আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের পূর্ণ বিবেচনা ও স্বাধীনতায় কোনো কারণ না দেখিয়ে কার্ডের ওপর কোনো কর্তৃত্বদানের অনুরোধকে অস্বীকার বা স্বীকার করতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো লেনদেনকে অনুমোদন দেওয়ার আগে বৈধতা প্রদানের জন্য এবং কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে চার্জ কাটার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় কার্ড সদস্যকে আইসিআইসিআই ব্যাংক গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করার কথা বলতে পারে।

(i) কার্ড সদস্য সম্মত যে, তিনি কোনো অবৈধ/বেআইনি কেনাকাটা/উদ্দেশ্যে পেমেন্ট করার জন্য এই কার্ড

ব্যবহার করবেন না।

(ii) এই ক্রেডিট কার্ড শুধুমাত্র ব্যক্তিগত খরচ ও উদ্দেশ্যের জন্য জারি করা হয়েছে। কার্ডধারক পুনরায় বিক্রি হওয়া কোনো জিনিস ক্রয় করার জন্য, বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এই কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন না। এই ক্রেডিট কার্ড শুধুমাত্র আইনি, বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে, এবং আর্থিক প্রতারণা, সমাজবিরোধী বা জল্পনা থাকা কোনো কাজের ব্যাপারে ব্যবহার করা যাবে না, বা ব্যবসায় বাণিজ্যিকভাবে এর কোনো সুবিধা নেওয়া যাবে না (যেমন কার্যকরী মূলধনের উদ্দেশ্যে)।

(m) যদি দেখা যায় যে, এই ক্রেডিট কার্ডকে নিষিদ্ধ, বিধিনিষেধ থাকা, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, বা উল্লিখিত কোনো কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় কার্ডধারককে অবহিত না করেই সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট কার্ড ও তার অতিরিক্ত / অ্যাড অন কার্ড বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত করতে পারে। ফোন করে বা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে অনুসন্ধান করার এবং ক্রেডিট কার্ডের লেনদেন, তা ব্যবহারের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণের, তথ্য, প্রমাণ ইত্যাদি চাওয়ার অধিকার আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে। সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক যে তথ্য চাইবে তা দিতে কার্ড ধারক চুক্তির ভিত্তিতে বাধ্য। কার্ডধারকের থেকে সন্তোষজনক কোনো উত্তর পাওয়া না-গেলে বা একেবারেই কোনো উত্তর পাওয়া না-গেলে বা একেবারেই কোনো উত্তর পাওয়া না-গেলে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রেডিট কার্ড ব্লক / বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। (i) ক্রেডিট কার্ডে পূর্বে ক্রয় করা কোনো পণ্য বা পরিষেবার রিফান্ড ছাড়া অন্য কোনো কারণে কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে কার্ডধারক কোনো ক্রেডিট সংগ্রহ বা চালু করতে পারবেন না। কার্ড অ্যাকাউন্টে থাকা মোট ক্রেডিট সীমার অব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন করার অনুমোদন থাকবে।

IV. বর্তমানে কোনো সেভিং অ্যাকাউন্ট থাকলে, তার সঙ্গে কার্ড লিঙ্ক করা

আবেদক এ কথা মেনে নিয়ে সম্মত হন যে, তাঁর বর্তমানে কোনো সেভিং অ্যাকাউন্ট থাকলে, সেটার সঙ্গে তাঁর এই কার্ডকে লিঙ্ক করা হবে আইসিআইসিআই ব্যাংকের বিবেচনায়। আবেদক এ-ও মেনে নেন ও বোঝেন যে, এর ফলে তিনি ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবা ও iMobile সুবিধার মাধ্যমে নিজের কার্ড অ্যাকাউন্টকে তাঁর বর্তমান ইউজার আইডি ব্যবহার করে অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যদি সেরকম কোনো ইউজার আইডি আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। আইসিআইসিআই ব্যাংককে আবেদক এই সম্মতিও দেন এবং এই কর্তৃত্বদানও করেন যে, আবেদক যে KYC বিবরণ জমা দিয়েছেন, তা এই ব্যাঙ্ক উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে। আবেদক এ কথা বোঝেন যে, আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে ফোন করে তিনি নিজের ক্রেডিট কার্ড থেকে নিজের আইসিআইসিআই ব্যাংক সেভিংস অ্যাকাউন্টকে ডিলিঙ্ক করতে পারবেন।

V. পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর

কার্ড সদস্য যাতে কার্ড ব্যবহার করতে পারেন, তার জন্য তাঁকে একটা পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (PIN) দেওয়া হবে। তাঁকে ডাক মারফত APIN পাঠানো হবে। কিন্তু সেটা যদি তিনি বন্ধ খামে* না-পেয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে আইসিআইসিআই ব্যাংকের শাখা বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।

APIN পাওয়ার পর কার্ড সদস্য কোনো ATM, বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের কোনো শাখায়, বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের কোনো গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে গিয়ে সেটাকে নিজের দায়িত্বে পরিবর্তন করে নেবেন। এই APIN-এর মাধ্যমে কার্ড অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করা যাবে এবং এই APIN ব্যবহার, তার গোপনীয়তা ও সুরক্ষার একমাত্র দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। এমনকি সেই APIN ব্যবহার করে কার্ড অ্যাকাউন্টে সমস্ত অর্ডার দেন ও তথ্য পরিবর্তন করেন নিজেরই দায়িত্বে। এই APIN-কে কার্ড সদস্য কোনো রূপেই রেকর্ড করে রাখেন না, যাতে কি না সেই APIN কোনো তৃতীয় পক্ষ জেনে যায়। APIN দ্বারা অনুমোদিত APIN লেনদেন ও নির্দেশকে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কার্ড সদস্যের দ্বারা আইসিআইসিআই ব্যাংক কর্তৃত্ব-প্রাপ্ত। সেই লেনদেন ও নির্দেশকে আইসিআইসিআই ব্যাংক প্রত্যাহার করবে না। লেনদেনের যে-নির্দেশ কার্ড সদস্য প্রেরণ করেন বা তার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তার সত্যতা কার্ড সদস্যের APIN যাচাই করা ব্যতীত অন্য কোনোভাবে যাচাই করার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক বাধিত নয়। APIN -কে সুরক্ষিত রাখার জন্য কার্ড সদস্যকে সর্বদা এখানে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো সহ সবরকমের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কার্ড সদস্য যদি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না-পারেন, তাহলে তাঁকে হয়তো আইসিআইসিআই ব্যাংকের হয়ে দায়ভার বহন করতে হতে পারে। আইসিআইসিআই ব্যাংক হয়তো নিজের সম্পূর্ণ বিবেচনায় বর্তমান কার্ডের জন্য নতুন একটি APIN দিতে পারেন। এখানে যেসব প্রতিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সময়ে-সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিবিধান নির্ধারণ করা হবে, সেই সবের সাপেক্ষে কার্ড সদস্য কখনোই আইসিআইসিআই ব্যাংককে দায়ী করতে পারবে না, যদি কার্ড ও/ বা APIN বেঠিকভাবে প্রতারণার উদ্দেশ্যে/ অনুমোদন ছাড়া/ ডুপ্লিকেট করে/ ত্রুটি সহ ব্যবহার করা হয়। কোনো তৃতীয় পক্ষের হাতে কার্ড চলে গেলে, বা কোনো তৃতীয় পক্ষ APIN জেনে নেওয়ার ফলে তৃতীয় পক্ষ যদি সেই কার্ড ব্যবহার/ অপব্যবহার করে, তাহলে তার কোনো ধরনের পরিণতির জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক দায়ী থাকবে না। কোনো তৃতীয় পক্ষ যদি এই কার্ড অ্যাকাউন্ট সহ বিভিন্ন পরিষেবার সুবিধা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সেই সুবিধা গ্রহণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সেই ব্যবহার অপব্যবহারের ফলে কোনো দায়, ব্যয়, ক্ষতির উদ্ভব হয়, তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাংককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন কার্ড সদস্য। VISA mCheck ক্রেডিট কার্ডধারককে PIN দেওয়া হয় না।

ক্রেডিট কার্ড সদস্যদের জন্য APIN পাঠানো হবে নিবন্ধভুক্ত মোবাইল নম্বরে SMS -এর মাধ্যমে।
মোবাইল নম্বর যদি নিবন্ধভুক্ত না-করানো থাকে, তাহলে ডাক মারফত আলাদা করে APIN পাঠানো হবে। APIN না-পেয়ে থাকলে, আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে ফোন করে ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)-এ বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং /iMobile -এর মাধ্যমে কার্ড সদস্য APIN জেনারেট করে নিতে পারেন। কার্ড সদস্য যদি নিবন্ধভুক্ত করার জন্য ভুল মোবাইল নম্বর দিয়ে থাকেন, তাহলে তার দায়িত্ব আইসিআইসিআই ব্যাংকের নয়।

VI. লঙ্ঘন ও পরিসমাপ্তি /প্রত্যাহার

(a) লঙ্ঘন : কার্ড সদস্য যদি এই নিয়ম ও শর্তাবলির কোনো একটিও লঙ্ঘন করে থাকেন, তাহলে, (i) এই নিয়ম ও শর্তাবলিতে যে প্রতিবিধানই থাকুক না কেন, নিয়ম ও শর্তাবলি লঙ্ঘন করার ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো

ক্ষতি হলে, তার দায় বর্তাবে কার্ড সদস্যের ওপর, এবং (ii) আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে কার্ড সদস্যের যদি কোনো ধন অনাদায়ী থাকে, এবং যদি তা পরিশোধের দাবি জানানো হয়, তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাংককে তা পরিশোধ করার দায় কার্ড সদস্যের। ওই দাবি জানানোর তারিখে আইসিআইসিআই ব্যাংকে কোনো ধন বকেয়া বা প্রদেয় থাকুক বা না-থাকুক, অনাদায়ী ধন পরিশোধ করতেই হবে। (b) পরিসমাপ্তি /প্রত্যাহার : কার্ড সদস্য যে কোনো সময় নিজের কার্ড অ্যাকাউন্ট পরিসমাপ্তির জন্য লিখিত আবেদন জানাতে পারেন এই ঠিকানায় : আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড, আইসিআইসিআই ফোন ব্যাংকিং সেন্টার, আইসিআইসিআই ব্যাংক টাওয়ার, অষ্টম তল, সার্ভে নম্বর : 115/27, প্লট নম্বর 12, নানাক্রমগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লি, হায়দরাবাদ - 500032, ভারত।

(i) কার্ডের ওপরে ডানদিকের কোণটা কেটে নষ্ট করতে হবে, যাতে কার্ডের হলোগ্রাম ও ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ কাটা পড়ে (অনলাইন ক্রেডিট কার্ড ও VISA mCheck ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়), এবং সেই অবস্থায় কার্ডটা আইসিআইসিআই ব্যাংকের হাতে এসে পৌঁছতে হবে। একমাত্র তবেই কার্ড সদস্যের উল্লিখিত আবেদন কার্যকর হবে। উল্লিখিত নিয়মেই কার্ড অ্যাকাউন্ট ও কোনো ধরনের কার্ডের পরিসমাপ্তি হবে না।

(ii) কার্ড সদস্য কার্ড নষ্ট করেছেন বলে দাবি করছেন, অথচ আইসিআইসিআই ব্যাংক সেই কার্ড হাতে পায়নি। এমন অবস্থায় যদি ওই কার্ডের জন্য কোনো চার্জ কাটা হয়, তাহলে কার্ড অপব্যবহারের ফলে হোক বা না-হোক, এবং কার্ড নষ্ট করার কথা আইসিআইসিআই ব্যাংককে জানানো হোক বা না-হোক, কার্ডের জন্য কাটা চার্জ পরিশোধ করতে কার্ড সদস্য সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ থাকবেন।

(iii) আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের সম্পূর্ণ বিবেচনায় প্রয়োজন পড়লে, পরিস্থিতি সাপেক্ষে যে কোনো সময়, বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বা না-দিয়ে, কার্ড অ্যাকাউন্ট ও কার্ডের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। কার্ড সদস্য স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেন ও মেনে নেন যে, আইসিআইসিআই ব্যাংকে কার্ড সদস্যের দুই বা তার বেশি কার্ড অ্যাকাউন্ট থাকে, যেগুলো এইসব নিয়ম ও শর্তাবলি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে যে কোনো একটি কার্ড অ্যাকাউন্ট বাবদ আইসিআইসিআই ব্যাংককে প্রদেয় অর্থ পরিশোধে কার্ড সদস্য যদি ব্যর্থ হন, তাহলে কার্ড সদস্য সেই প্রদেয় অর্থ পরিশোধ না-করে সেই কার্ড অ্যাকাউন্টকে পুনরায় চালু না-করা পর্যন্ত ওই কার্ড সদস্যের কাছে থাকা আইসিআইসিআই ব্যাংকের সমস্ত কাউন্ড অ্যাকাউন্টের মধ্যে থাকা ক্রেডিট সীমাকে ব্লক করে দেওয়ার এবং সেইসঙ্গে ওই কার্ড অ্যাকাউন্টগুলোতে প্রদত্ত বিশেষ অধিকার/সুযোগ-সুবিধাকে প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। কার্ড সদস্য এটাও মেনে নেন ও স্বীকার করে নেন যে, উল্লিখিত কারণে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো অতিরিক্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করার দরকার নেই।

(iv) কার্ড অ্যাকাউন্টের পরিসমাপ্তি হলে এবং আইসিআইসিআই ব্যাংক ও কার্ড সদস্যের মধ্যে পূর্বে যে-চুক্তিই হয়ে থাকুক না কেন : (A) ওই সময় যেসব চার্জ অনাদায়ী থাকবে, সেগুলোর উল্লেখ ইতিমধ্যে

দেওয়া স্টেটমেন্টে থাকুক বা না থাকুক, এবং (B) পরিসমাপ্তির পর কোনো স্বতঃপ্রবৃত্ত চার্জ কাটা হলে (প্রাসঙ্গিক লেননেদর নির্দেশের তারিখ থেকে কার্যকর হওয়া), তা উল্লেখ থাকার দরুন কার্ড পরিসমাপ্তির পরও কার্ড সদস্যের দ্বারা বাকি ও প্রদেয় থাকবে। যে তারিখে সেই চার্জ কাটা হবে, সেই তারিখ থেকে, সময়ে সময়ে প্রযোজ্য অনুযায়ী সুদ বাড়তে থাকবে।

(v) আইসিআইসিআই ব্যাংকের এই অধিকার আছে যে, তারা নিজের একক বিবেচনায়, বিজ্ঞপ্তি না-দিয়ে বো কোনো কারণ না-দেখিয়ে যে কোনো সময়, সাময়িকভাবে বা চিরদনের জন্য কার্ডে থাকা বিশেষ অধিকার প্রত্যাহার করতে পারে ও/বা কার্ড বাতিল করতে পারে। সাময়িক প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে, আইসিআইসিআই নিজের একক বিবেচনায় বিশেষ অধিকারগুলো পুনরায় বহাল করতে পারে। চিরদিনের জন্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে, কার্ড সদস্যের সদস্যতাকে চিরদিনের জন্য অস্বীকার করার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। অবশ্য, এটাও একেবারে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যাহার (সাময়িকভাবে বা চিরদিনের জন্য) মানেই বুঝতে হবে, কার্ডের সঙ্গে যুক্ত সহযোগী সমস্ত সুবিধা, বিশেষ অধিকার ও পরিষেবা নিজে-নিজে প্রত্যাহার করা হয়ে যাবে। সাময়িকবাবে বা চিরদিনের জন্য সেসব প্র্যতাহার করা হয়ে গেলে, কার্ড প্রত্যাহার হওয়ার আগে যেসব চার্জ ধরা হয়েছিল, সেগুলো সহ অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জগুলোও পরিশোধ করার ব্যাপারে কার্ড সদস্য সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ থাকবেন, যদি না আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে অন্যথা কোনোকিছু নির্ধারিত না-হয়ে থাকে। কার্ডের ওপর তার বৈধতার সময়সীমা যা-ই থাকুক না কেন, তার প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াই যে কোনো সময় কার্ড প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং কার্ড অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা যেতে পারে। কার্ড সদস্য এ ব্যাপারে রাজি যে, তাঁকে কার্ড সমর্পণ করার আবেদন জানানো হলে তিনি আইসিআইসিআই ব্যাংক বা তার প্রতিনিধির কাছে কার্ড সমর্পণ করে দেবেন। বিশেষ অধিকার প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরেও কার্ড ব্যবহার করা হলে, তাকে প্রতারণা বলে ধরা হবে, এবং কার্ড সদস্যের নামে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

VII. চার্জ ও পেমেন্ট

নিম্নলিখিত প্রতিটিকে চার্জ বলে ধরা হয় :

(A) স্বতঃপ্রবৃত্ত চার্জের মধ্যে পড়বে : লেনদেনের নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে কোনো পণ্য ও বা পরিষেবা ক্রয়ের পরিমাণ, লেনদেনের নির্দেশ অনুযায়ী যে-পরিমাণ নগদ অগ্রিম দেওয়া হয়, লেনদেনের নির্দেশের ফলে আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে কার্ড সদস্যের পক্ষ থেকে যে পরিমাণ অর্থ কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করার অনুরোধ জানানো হয়।

(B) স্বঃতপ্রবৃত্ত হীন চার্জের মধ্যে পড়বে : কার্ড অ্যাকাউন্ট ও কার্ডের ক্ষেত্রে, সেইসঙ্গে যোগদান, বার্ষিক, বদলি, নবীকরণ, পরিচালন, বিলম্বিত পেমেন্ট ও অন্যান্য ফি বাবদ আইসিআইসিআই ব্যাংকের দ্বারা নির্ধারিত ফি। আইসিআইসিআই ব্যাংকের চলতি রেট অনুযায়ী কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে যোগদান/বার্ষিক ফি ডেবিট করা হবে। এইসব ফি রিফান্ড করা হয় না। কার্ডের এক বছর পুরো হওয়ার দিন বা তার আগে

সদস্যতা নবীকরণের জন্য কার্ড সদস্য বার্ষিক ফি জমা দেবেন। সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক নির্দিষ্ট কোনো প্রকারের লেনদেনের জন্য পরিষেবা চার্জ নির্ধারণ করে থাকলে, তা আরোপ করা হতে পারে। সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে যেভাবে জ্ঞাপন করা হবে, সেই অনুযায়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত হীন চার্জ হিসাব করার পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

(C) আইসিআইসিআই ব্যাংকের রেকর্ডে প্রকাশ্য কোনো ত্রুটির অনুপস্থিতিতে এখানে উল্লিখিত নির্দিষ্ট চার্জের যে পরিমাণ উল্লেখ করা থাকবে, তা-ই চূড়ান্ত এবং কার্ড সদস্য তা পরিশোধ করতে বাধ্য, এবং এই চার্জকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হবে, যদি কোনো স্বতঃপ্রবৃত্ত চার্জ অনুসরণে আইসিআইসিআই ব্যাংক কোনো পেমেন্ট নির্ধারণ করে থাকে। সরকার বা ওই কার্ড সংক্রান্ত বা এর সঙ্গে যুক্ত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে সমস্ত বিধিবিধি কর, অন্যান্য সমস্ত ইমপোস্ট, শুল্ক (কার্ডের সঙ্গে যুক্ত কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি ও প্রাসঙ্গিক কোনো নিবন্ধন চার্জ থেকে থাকলে, সেগুলো সহ) ও কর (যে কোনো বর্ণনারই হোক না-কেন) আরোপ করা হতে পারে।

(D) বিলম্বিত ও সংশোধিত চার্জ

(a) কোনো হোটেল, ভাড়ায় গাড়ি দেওয়া কোম্পানি, বা ক্রুজ লাইনের লেনদেনে বা অন্য কোনো লেনদেনের বিলম্বিত বা সংশোধিত চার্জের ব্যাপারে কার্ড সদস্য যদি দায়বদ্ধ থাকার সম্মত, তাহলে একজন বণিক বিলম্বিত বা সংশোধিত চার্জ নেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করতে পারেন।

(b) প্রাসঙ্গিক লেনদেনের তারিখের পর ক্যালেন্ডারের 90 দিনের মধ্যে কার্ডে বিলম্বিত বা সংশোধিত চার্জের প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে।

(c) এই লেনদেনের মধ্যে পড়তে পারে, কক্ষ, খাদ্য বা পানীয় বাবদ চার্জ, কর, জ্বালানি, বিমা, ভাড়া বাবদ ফি, ভাড়ায় নেওয়া গাড়ি নষ্ট হওয়া বাবদ চার্জ, পার্কিং টিকিট ও অন্যান্য ট্রাফিক আইন ভঙ্গ বাবদ চার্জ, ক্রুজ লাইন জাহাজে সফর করা অবস্থায় কোনো পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় বাবদ চার্জ।

(E) আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ কার্ড ছাড়া অন্য কোনো কার্ডের ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রায় কোনো চার্জকে অস্বীকার করতে আইসিআইসিআই ব্যাংক বাধ্য থাকবে না, এবং নেপাল ও ভুটান ছাড়া অন্য কোনো দেশে বিদেশী মুদ্রায় কোনো চার্জ নেওয়া হলে, সে ব্যাপারে কোনোভাবেই এই ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না। পূর্বোক্ত ধারণা ব্যতীত, আইসিআইসিআই ব্যাংকের দ্বারা যদি কোনো চার্জ পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ দায় বর্তাবে কার্ড সদস্যের ওপর, এবং এটাও ধরে নেওয়া যাবে না যে, সেই চার্জ বা পরিশোধ থেকে কার্ড সদস্যকে আইসিআইসিআই ব্যাংক দায়মুক্ত করল। সেই ধরনের অর্থ পরিশোধের যা পরিণতি হবে, তার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংককে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং সেই ব্যাংককে সেই সবের ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব কার্ড সদস্যের।

(F) রেল বিভাগের সঙ্গে লেনদেন :

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে টিকিট কাটা হলে, টিকিটের দাম সহ তার সঙ্গে যদি কোনো অতিরিক্ত চার্জ থাকে, তা-ও পরিশোধ করার দায়িত্ব কার্ড সদস্যের। কোনো টিকিট কাটার পর বাতিল করা হলে, তার মূল্য কার্ড অ্যাকাউন্টে (বাতিল বাবদ চার্জের মূল্য ছাড়া) ক্রেডিট হবে তখনই, যখন সেটা আইসিআইসিআই ব্যাংকে এসে জমা হবে।

অবশ্য, কার্ড সদস্য যদি টিকিট বাতিল করার 150 দিনের মধ্যে চার্জ স্লিপ সহ টিকিট কেনার এবং টিকিট বাতিল করার তারিখ নিশ্চিত করার চিঠি, সেই সঙ্গে টিকিট কেনা বাবদ ডেবিট হওয়া অর্থের উল্লেখ থাকা স্টেটমেন্ট জমা দিতে পারেন, তাহলে কার্ড সদস্যের ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে সেই অর্থ ক্রেডিট করা হবে। প্রযোজ্য লেনদেন ফি আরোপ করা হবে।

(G) যেখানে গিয়ে জ্বালানি ভরানো হয়, সেখানকার লেনদেন :

কার্ড সদস্য যখন জ্বালানি কেনার জন্য মূল্য পরিশোধ করেন, তখন ট্যারিফ পরিশিষ্টে উল্লিখিত লেনদেন ফি তাঁর থেকে কেটে নেওয়া হয়।

অফ আস টার্মিনালে এবং HPCL ব্যতীত অন্য আউটলেটে জ্বালানি কিনলে সারচার্জ রিভার্সালে GST ধরা হবে না।

(H) ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করার ফলে চার্জ কাটা হলেই তা পরিশোধ করার জন্য কার্ড সদস্য দায়বদ্ধ থাকবেন। বকেয়া পরিশোধের শেষ তারিকে একটা তারিখে অর্থ অনাদায়ী থাকলে (বিল কাটা হোক বা না-হোক) ট্যারিফ পরিশিষ্টে উল্লিখিত চার্জ ওই অনাদায়ী অর্থের ওপর বসবে, এবং তা পরিশোধ করতে হবে। গড় দৈনিক ব্যালেন্স পদ্ধতিতে চার্জ হিসাব করা হবে, এবং নীচের যে কোনো একটা তারিখে থা আরোপ করা হবে : কোনো পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় করার ক্ষেত্রে চার্জ ধরা হবে সেই তারিখ থেকে, যেদিন তা আইসিআইসিআই ব্যাংকের রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হবে। নগদ টাকা তোলার ক্ষেত্রে চার্জ ধরা হবে সেই নগদ টাকা তোলার তারিখ থেকে আইসিআইসিআই ব্যাংকে সেই পেমেন্টের রসিদ আসার তারিখ পর্যন্ত।

(I) বকেয়া পরিশোধের শেষ তারিখে বা তার আগে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চার্জ পরিশোধ করার ব্যাপারে কার্ড সদস্যরে যে দায়বদ্ধতা আছে, তা ব্যতীত কার্ড সদস্য স্টেটমেন্টে উল্লিখিত ন্যূনতম বকেয়া রাশি (MAD) পরিশোধ করার বিকল্প গ্রহণ করতে পারেন বকেয়া পরিশোধের শেষ তারিখে বা তার আগে। MAD হবে মোট বকেয়া রাশির 5%, বা এমন কোনো রাশি, যা আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় নির্ধারণ করবে। কোনো কিস্তি পরিশোধ করার ক্ষেত্রে স্টেটমেন্টের সময়সীমার মধ্যে বকেয়া থাকা কিস্তির অর্থ ন্যূনতম বকেয়া রাশির সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে। মোট অনাদায়ী অর্থ যদি ক্রেডিট বা নগদ সীমার থেকে বেশি থাকে , তাহলে যে-পরিমাণ অর্থ ক্রেডিট বা নগদ সীমার চেয়ে বেশি হয়েছে, তা-ও MAD -এ অন্তর্ভুক্ত হবে।

পূর্ববর্তী স্টেটমেন্টের ন্যূনতম বকেয়া রাশি যদি পরিশোধ না-হয়ে থাকে, তাহলে সেটাও ন্যূনতম বকেয়া রাশির সঙ্গে যুক্ত হবে। যদি শুধু MAD পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তাহলে লেনদেনের তারিখ থেকে মোট

বকেয়া রাশির বাকি রাশিতে সুদ ধরা হবে। কার্ড সদস্য যদি শুধু MAD পরিশোধ করার বিকল্প গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তা অতিরিক্তভাবে নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক্ষ হবে :

(a) স্টেটমেন্ট পাওয়ার পর, বকেয়া অর্থ পরিশোধের শেষ তারিখের মধ্যে স্টেটমেন্টে উল্লিখিত মোট বকয়ো রাশি বা ন্যূনতম বকেয়া রাশি (MAD)-র সমান বা তার বেশি রাশি আইসিআইসিআই ব্যাংককে পরিশোধ করবেন কার্ড সদস্য নীচের যে কোনো একটি উপায়ে। যেমন : ইনফিনিটি পেমেন্ট, চেক পেমেন্ট, ড্রাফট পেমেন্ট, নগদ পরিশোধ, অটো ডেবিট পেমেন্ট, RTGS পেমেন্ট, ক্লিক টু পেমেন্ট বা NEFT পেমেন্ট।

(b) কার্ড ব্যবহার করার ফলে যে চার্জ কাটা হবে, তার ওপর নিম্নলিখিত উপায়ে পরিষেবা চার্জ ধরা হবে এবং কাটা হবে (ওপরের দফা (H))।

(c) MAD বা মোট বকেয়া রাশির কম যে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হলে ক্রয় করার তারিখ থেকে, এবং তারপর নতুন কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে, বকেয়া পরিশোধের পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত মোট অনাদায়ী রাশিতে সুদ ও পরিষেবা চার্জ প্রয়োগ করা হবে। উল্লিখিত নির্দিষ্ট চার্জগুলো ছাড়াও বিলম্বিত অর্থ পরিশোধ বাবদ চার্জ কাটা হবে, যদি বকেয়া অর্থ পরিশোধের শেষ তারিখের মধ্যে ন্যূনতম বকেয়া রাশি (MAD) পরিশোধ করা না হয়। কোনো MAD বা তার কোনো অংশ যদি পরিশোধ করা হয়ে যায়, এবং তা যদি কার্ড সদস্যের থেকে আইসিআইসিআই ব্যাংক পেয়ে যায়, তাহলে বকেয়া পরিশোধের শেষ তারিখের পর সেগুলোর ওপর আর কোনো সুদ বসবে না।

*যে কোনো কার্ড সদস্যের ক্ষেত্রে, শুধু উল্লিখিত দফায় বর্ণিত MAD পরিশোধের বিকল্পকে আগাম কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে, যে কোনো সময় আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় প্রত্যাহার করতে পারে। আইসিআইসিআই ব্যাংক অন্যথায় রাজি না থাকলে, নির্দিষ্ট একটি স্টেটমেন্টে উল্লিখিত কোনো রাশি কার্ড সদস্যের থেকে পাওয়া গেলে, সেটাকে নিম্নলিখিত ক্রমে বকেয়ার হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হবে। এই নিয়ম কার্যকর হবে 20 অক্টোবর, 2008 তারিখ থেকে।

1. যাবতীয় কর, ফি, সুদ, ব্যয়, চার্জ, খরচ ;

2. ক্রেডিট কার্ডে ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ এবং ব্যালেন্স ট্রান্সফার ফেসিলিটিতে প্রদেয় সুদ ;

3. খুচরো ক্রয় বাবদ কিস্তি পরিশোধ (যেখানে খুচরো বিক্রি বাবদ মূল্য পরিশোধকে কিস্তিতে রূপান্তরিত করা হয়) ;

4. ফোন ফেসিলিটিতে নগদ ধন তোলা এবং ড্রাফটের জন্য পেমেন্ট ;

5. অন্যান্য প্রকারের ব্যালেন্স ট্রান্সফার ফেসিলিটি বাবদ পেমেন্ট, কার্ড সদস্য হয়তো যে সুবিধা গ্রহণ করেছেন ;

6. খুচরো ক্রয় বাবদ মূল্য পরিশোধ।

ওপরে যা-ই উল্লেখ করা হোক না-কেন : (i) প্রাসঙ্গিক নথিপত্রে বা অন্যথায় উল্লিখিত অর্ডারে আইসিআইসিআই ব্যাংকের থেকে কার্ড সদস্য অন্যান্য কোনো সুবিধা গ্রহণ করে থাকলে কার্ড সদস্যের যদি কোনো বকেয়া পরিশোধ করার থাকে, তাহলে সেই বকেয়া বাবদ পেমেন্টের হিসাব আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের বিবেচনায় মিলিয়ে নিতে পারে ; (ii) আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের বিবেচনায় সেই হিসাব মেলানোর ক্রমে সামান্য রদবদল করতে পারে। সেই হিসাব মেলানোর পর যদি কোনো অতিরিক্ত রাশি বাকি থেকে যায়, তাহলে তার হিসাব সেইসব রাশির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে, যা আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে জেনারেট হওয়া ঠিক পরবর্তী স্টেটমেন্টে উল্লেখ করা হবে। কার্ড অ্যাকাউন্টে আইসিআইসিআই ব্যাংক একটা ক্রেডিট সীমা বেঁধে দেবে, যা কোনো সময়েই পার করা যাবে না।

অবশ্য, মোট অনাদায়ী রাশি যদি ক্রেডিট সীমাকে ছাড়িয়ে চলে যায়, তাহলে অতিরিক্ত রাশির ওপর অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করা হবে।

কার্ড সদস্যের সদস্যতা যখন 12 মাস সম্পূর্ণ করবে, তখন তিনি ক্রেডিট সীমা ও/বা নগদ সীমা পর্যালোচনা/বৃদ্ধি/ হ্রাস করার আবেদন জানানোর অধিকার লাভ করবেন।

সেই পর্যালোচনার পর ক্রেডিট সীমা ও/বা নগদ সীমায় কোনো বদল করা হলে, তা করা হবে আইসিআইসিআই ব্যাংকের একক বিবেচনায়। কার্ডে যে ক্রেডিট সীমা ও/বা নগদ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়, তা নিয়ে (সীমা বৃদ্ধি বা হ্রাস সহ) যে কোনো সময় নিজের একক বিবেচনায় পর্যালোচনা করার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট সীমা ও/বা নগদ সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে একমাত্র কার্ড সদস্যের সম্মতি নেওয়ার পর।

দ্রষ্টব্য : বকেয়া পরিশোধের শেষ তারিখে বা তার আগে মোট বকেয়া রাশি পরিশোধ হওয়ার পর আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে চলে এলে কোনো পরিষেবা চার্জ আরোপ করা হবে না। অবশ্য, সমস্ত নগদ লেনদেন ও ড্রাফটে পরিষেবা চার্জ ধরা হবে লেনদেনের তারিখ থেকে আইসিআইসিআই ব্যাংকে পেমেন্ট এসে পৌঁছনোর তারিখ পর্যন্ত।

(J) কার্ড সদস্য নিজের কার্ড অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করে নিজের ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট করার জন্য, এবং কোনো রাশি অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করার জন্য, যে অ্যাকাউন্ট আইসিআইসিআই ব্যাংকে কার্ড সদস্য হয়তো তৈরি করে রেখেছেন, যদি কোনো নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে তা মানার অধিকার আইসিআইসিআই ব্যাংকের আছে, কিন্তু তা মানতে এই ব্যাংক বাধ্য নয়। কার্ড অ্যাকাউন্টে সমস্ত অনাদায়ী বকেয়া, সেইসঙ্গে কার্ড লেনদেনে অনাদায়ী সমস্ত রাশি কার্ড অ্যাকাউন্টে যদি কার্যকর হয়েছে অথচ কাটা হয়নি, সে ক্ষেত্রে তা সঙ্গে সঙ্গে কার্ড সদস্যের দ্বারা আইসিআইসিআই ব্যাংকে বকেয়া ও প্রদেয় হয়ে যাবে। যদি কার্ড সদস্যের মৃত্যু ঘটে বা কার্ড সদস্য যদি তার নিষ্পত্তি না করেন বা কার্ড সদস্যের ব্যবসা গোটানো হয়ে গেলে, তাহলে তা পরিশোধ করবেন তাঁর উত্তরাধিকারী, নমিনি, আইনি

ওয়ারিশ (ক্রেডিট শিল্ড বেনিফিট অ্যাডজাস্ট করার পর*)। * বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে icicibank.com দেখুন।

(K) কার্ড সদস্য এটা স্পষ্টভাবেই মেনে নেন যে, যদি তিনি কোনো বকেয়া, বা অন্যথায় কোনো বকেয়া নির্ধারিত তারিখের আগে বকেয়া বলে ঘোষিত হয়ে গেলে, সেই বকেয়া পরিশোধ করতে না-পারেন, বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের সঙ্গে যে চুক্তি অনুযায়ী কার্ড সদস্য কোনো আর্থিক/ক্রেডিট/অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন, সেই চুক্তি ভঙ্গ করলে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় কোনো পক্ষপাত ছাড়াই এই নিয়ম ও শর্তাবলিতে ও/বা প্রযোজ্য আইনগুলোতে উপলব্ধি নিজের সমস্ত বা যে কোনো অধিকার ও প্রতিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

(L) পেমেন্টে কোনো দেরি হলে আইসিআইসিআই ব্যাংক নীচে উল্লিখিত অন্যান্য অধিকারের প্রতি পক্ষপাত না করে আইসিআইসিআই ব্যাংকের এই অধিকার আছে যে, তারা বণিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ না-করার নির্দেশ দিয়ে ক্রেডিট কার্ডে থাকা বিশেষ অধিকারগুলোকে প্রত্যাহার করতে পারবে। কার্ড সদস্য এটা মেনে নেন যে, আইসিআইসিআই ব্যাংক বা তার নিযুক্ত প্রতিনিধি/এজেন্ট নিজের একক বিবেচনায় যে কোনো সময় কার্ডে পূর্বে ধরা চার্জ পেমেন্ট জমা করার জন্য কার্ড সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেতে পারবেন। কার্ড সদস্য এতেও রাজি যে, সমস্ত বকেয়া সংগ্রহের সমস্ত খরচ (আইনি পথে যাওয়ার খরচ সহ), প্রাসঙ্গিক ও ঘটনাক্রমে হওয়া বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আইসিআইসিআই ব্যাংকের ধরা সমস্ত চার্জ, কার্ড নবীকরণ/বদল করা বাবদ চার্জ, ডুপ্লিকেট স্টেটমেন্ট/চার্জ স্লিপের জন্য চার্জ, অগ্রিম নগদের জন্য লেনদেন ফি, আউটস্টেশন চেকের জন্য কালেকশন চার্জ, রিটার্নড পেমেন্ট ও সেরকম ব্যয়ের জন্য পেনাল ফি, এবং আইনি পদক্ষেপ করা হলে আইনি পথে যাওয়ার যাবতীয় ব্যয় এবং সুদ সহ ফরমানে ঘোষিত অর্থ পরিশোধ করবেন। যাবতীয় চার্জ সম্পর্কে বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে ট্যারিফ পরিশিষ্ট দেখুন।

(M) কার্ডধারক/কার্ড সদস্য যদি অনাদায়ী অর্থ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করেন, তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাংক তার বিভিন্ন অধিকার ও প্রতিকার সহ, যেগুলো এখানে দফাগুলোয় উল্লেখ করা হয়েছে, অপরিবর্তনীয় অধিকার ও কর্তৃত্বে কার্ডধারক /কার্ড সদস্যের নিয়োগকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলবে, তাঁরা যে কার্ডধারক /কার্ড সদস্যকে বেতন /মজুরি দিয়ে থাকেন, তার থেকে তাঁরা যেন অর্থ কেটে নিয়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক জমা করেন দেন। যত দিন না-পর্যন্ত আইসিআইসিআই ব্যাংককে কার্ডধারক/কার্ড সদস্যের থেকে প্রদেয় অনাদায়ী অর্থ সম্পূর্ণ শোধ হয়, ততদিন এটা করে যেতে হবে। কার্ডধারক/কার্ড সদস্যের নিয়োগকর্তাকে আইসিআইসিআই ব্যাংক যে রাশির, এবং যে পরিমাণ অর্থ কাটার কথা বলবে (ও নির্দেশ দেবে), সেই রাশি ও পরিমাণ অর্থ কাটতে হবে। এই অর্থ কাটা নিয়ে কার্ডধারক কার্ড সদস্যের কোনো আপত্তি থাকবে না, বা তিনি আপত্তি তুলতে/সৃষ্টি করতে পারবেন না। আইসিআইসিআই ব্যাংকের থেকে কার্ডধারক/কার্ড সদস্যের নিয়োগকর্তাকে যে অর্থ কেটে

আইসিআইসিআই ব্যাংকে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়, ব্যাংকের সেই অধিকারকে কোনোভাবেই রোধ বা নিষেধ করা যাবে না কার্ডধারক ও/বা কার্ড সদস্য বা কার্ডধারক/কার্ড সদস্যের নিয়োগকর্তাকে চালিত করার মতো আইন বা চুক্তির মাধ্যমে।

VIII. নগদ তোলা

আইসিআইসিআই ব্যাংকের শাখার টেলার কাউন্টার/আইসিআইসিআই ব্যাংকের নির্বাচিত লোকেশনগুলোর অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM), বা সময়ে সময়ে কার্ড সদস্যকে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে উল্লিখিত সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক নির্ধারিত অনুরূপ ব্যাংক/অন্যান্য লোকেশন থেকে জরুরি ভিত্তিতে নগদ তোলার জন্য কার্ড সদস্য এই কার্ড ব্যবহার করতে পারেন। প্রত্যেক কার্ড সদস্যের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে নগদ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়, সেই সীমার মধ্যেই যে কোনো সময় মোট নগদ তোলা যেতে পারে।

ATM-এ লেনদেনের যে রেকর্ড জেনারেট হয়, সেটা কার্ড সদস্যকে নিজের কাছে রাখতে হবে। যাবতীয় চার্জে লেনদেন ফি আরোপ করা হবে এবং কার্ড সদস্যকে যে স্টেটমেন্ট পাঠানো হবে, তাতে সেটার বিল থাকবে। এ ছাড়া নগদ টাকা তুললেই তাতে পরিষেবা চার্জ ধরা হবে। এটার হিসাব ধরা হবে টাকা তোলার তারিখ থেকে আইসিআইসিআই ব্যাংকে পেমেন্ট জমা হওয়ার দিন পর্যন্ত, গড় দৈনিক অনাদায়ী বকেয়া পদ্ধতিতে। কার্ড অ্যাকাউন্টে পরিষেবা চার্জ ডেবিট করা হবে। উল্লিখিত লেনদেন ফি ও পরিষেবা চার্জ রিফান্ড দেওয়া হয় না। আইসিআইসিআই ব্যাংক নির্ধারিত কিছু নির্বাচিক কার্ডে নগদ সীমা শূন্য থাকবে সেই কার্ড জারি হওয়ার দিন থেকে প্রথম একশো আশি (180) দিন পর্যন্ত। প্রথম 180 দিন পার হয়ে যাওয়ার পর আইসিআইসিআই ব্যাংক তার একক বিবেচনায় এবং সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে নিয়ম ও শর্তাবলি জানানো হবে, সেই অনুযায়ী কার্ড সদস্যের নগদ সীমা উপলব্ধ করা হবে।

IV. ফোনে ড্রাফট

আইসিআইসিআই ব্যাংকে ফোন করে কার্ড অ্যাকাউন্টে ড্রাফট জারি করার আবেদন জানানো যেতে পারে। নগদ সীমা যত থাকে, তার মধ্যেই ড্রাফট জারি করা হবে, এবং এর ওপর লেনদেন ফি আরোপ করা হবে। এর বিল স্টেটমেন্ট উল্লেখ করে কার্ড সদস্যের কাছে পাঠানো হবে। লেনদেন ফি ছাড়াও সমস্ত ড্রাফটে পরিষেবা চার্জও কাটা হবে, এবং তা পরিশোধ করতে হবে ড্রাফট জারি হওয়ার তারিখ থেকে আইসিআইসিআই ব্যাংকে কার্ড সদস্যের দ্বারা রিপেমেন্টের তারিখের মধ্যে। আইসিআইসিআই ব্যাংকের চলতি রেটে কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে পরিষেবা চার্জ ডেবিট করা হবে।

উল্লিখিত লেনদেন ফি ও পরিষেবা চার্জ রিফান্ড দেওয়া হয় না। আগাম কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে এবং কার্ড সদস্যের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়া যে কোনো সময় এই সুবিধা বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। ড্রাফট জারি করা হয়ে গেলে, তা ডাক মারফত/কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কার্ড সদস্যের সেই ঠিকানায়, যে ঠিকানা আইসিআইসিআই ব্যাংকের সর্বশেষ রেকর্ডে থাকবে। আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে ড্রাফট জরি করার আবেদন আসার 4টি কাজের দিনের মধ্যে ড্রাফট পাঠানো যেতে পারে, তার জন্য যাবতীয় প্রয়াস পাওয়া যাবে। তবু এ ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে না। ড্রাফট যদি না পৌঁছয় বা পৌঁছতে দেরি হয় বা হাতে পাওয়াই

না যায়, আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে। কার্ড সদস্যের থেকে যথাযথভাবে পূরণ হওয়া ক্ষতিপূরণ ফর্ম (আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য) পাওয়ার পর ড্রাফটের মূল অর্থ আইসিআইসিআই ব্যাংক কার্ড অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে ফেরত দেবে। ড্রাফট বাতিল করতে চাইলে সেই ড্রাফট ফেরত দিতে হবে, এবং তার ওপর বাতিল বাবদ একটা চার্জ কাটা হবে। ড্রাফট হারিয়ে গেলে/চুরি হয়ে গেলে, তা বদলে দেওয়ার বা তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইসিআইসিআই ব্যাংক নেবে না।

V. বিমার সুবিধা

বিমা কোম্পানির সঙ্গে টাই-আপের মাধ্যমে আইসিআইসিআই ব্যাংক সময়ে সময়ে কার্ড সদস্যকে নানা ধরনের বিমার সুবিধা দিতে পারে। সব ধরনের বিমার দাবি ওঠার ক্ষেত্রে সেই সব দাবি নিষ্পত্তির জন্য একমাত্র দায়বদ্ধ থাকবে বিমা কোম্পানি। বিমা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণ উদ্ধার ও প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে আইসিআইসিআই ব্যাংককে কার্ড সদস্য কোনোভাবেই দায়ী করতে পারবেন না। নীচের প্যারায় উল্লিখিত নিয়মের সাপেক্ষে, বিমা কোম্পানির কাজ হবে কার্ড সদস্যের নমিনিকে অনুমোদিত সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে নিজেদের সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া। কার্ড সদস্য বলতে, যাঁর নাম ও স্বাক্ষর, যথাযথ সাক্ষ্য সহ, বিমা সংক্রান্ত তথ্যের ফর্মে থাকবে। যে ফর্ম কার্ড সদস্য বিমা কোম্পানিকে সরাসরি বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। নমিনি পরিবর্তন করতে চাইলে কার্ড সদস্যের কাজ হবে লিখিতভাবে আইসিআইসিআই ব্যাংককে জানানো। কার্ড সদস্যকে এ কথাও মেনে নিতে হয় যে, তিনি আইসিআইসিআই ব্যাংকের কার্ড সদস্য হয়ে থাকলে এবং তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্ট ঠিকঠাক ও নিয়মিত চলতে থাকলে, সেই সঙ্গে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি না থাকে, একমাত্র তবেই কার্ড সদস্যকে বিমার সুবিধা দেওয়া হবে।

কার্ড সদস্যকে এ ব্যাপারেও রাজি হতে হয় যে, বিমার দাবি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে আইসিআইসিআই ব্যাংকের নির্দেশে বিমা কোম্পানি এসক্রো-তে ততদিন পর্যন্ত রেখে দিতে পারে, যতদিন না-পর্যন্ত কার্ডের সমস্ত অনাদায়ী দায়বদ্ধতা কার্ড সদস্য সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি করে দেন। কোনো কারণে কার্ডের সুবিধার যদি পরিসমাপ্তি ঘটে, তাহলে সদস্যতার অবসানের তারিখ থেকেই বিমা সংক্রান্ত যাবতীয় সুবিধাও নিজে-নিজে এবং এই তথ্য অনুযায়ী বন্ধ হয়ে যাবে। আইসিআইসিআই ব্যাংক যে কোনো সময় (আগাম কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে নিজের একক বিবেচনায়) বিমার সুবিধায় সামান্য পরিবর্তন, সেইসব সুবিধাকে বরখাস্ত, প্রত্যাহার বা বাতিল করে দিতে পারে, এবং এইসব সুবিধা অব্যাহত রাখতে আইসিআইসিআই ব্যাংক বাধিত নয়।

XI. ক্রেডিট কার্ড হারিয়ে যাওয়া, চুরি যাওয়া বা তার অপব্যবহার হওয়া

কার্ড হারিয়ে বা চুরি গেলে, সে কথা সঙ্গে সঙ্গে আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে জানাতে হবে। অবশ্য কার্ড চুরি যাওয়ার ফলে খোয়া গেলে কার্ড সদস্যের কাজ হবে স্থানীয় থানায় একটা রিপোর্ট দাখিল করা, যাতে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে চাওয়া হলে সেই রিপোর্টের একটা কপি তিনি ব্যাংকে জমা দিতে পারেন। ভালো করে যাচাই করার পর আইসিআইসিআই ব্যাংক সেই কার্ড বরখাস্ত করবে এবং তার মধ্যে থাকা সমস্ত সুযোগ-সুবিধার পরিসমাপ্তি ঘটাবে, এসবের জন্য কার্ড সদস্যের যদি কোনো অসুবিধা হয়, তার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংকের কোনো দায় থাকবে না। কার্ড সদস্যকে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে, কোনো কার্ড হারিয়ে গেছে, চুরি গেছে বা নষ্ট হয়ে

গেছে বলে একবার যদি রিপোর্ট দাখিল করা হয়ে যায়, তাহলে পরে সেই কার্ড খুঁজে পাওয়া গেলেও সেটাকে আর ব্যবহার করা যাবে না। কার্ড সদস্যকে ঘোষণা করতে হয় যে, কোনো কার্ড হারিয়ে গেছে, চুরি গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে বলে একবার যদি রিপোর্ট দাখিল করা হয়ে যায়, তাহলে পরে সেই কার্ড খুঁজে পাওয়া গেলে বা অক্ষত অবস্থায় থাকলেও, সেটাকে আর ব্যবহার করা যাবে না। এসব ক্ষেত্রে, কার্ড সদস্যের কাজ হবে, কার্ডটাকে চার টুকরো করে কেটে আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে জমা দেওয়া, যাতে সেটা বাতিল করা হয়। কার্ডকে সুরক্ষিত রাখার সমস্ত দায়িত্ব কার্ড সদস্যের। কার্ডের যাতে অপব্যবহার না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য তাঁকে যাবতীয় পদক্ষেপে করতে হবে। আইসিআই ব্যাংকের যদি মনে হয়, কার্ড হারিয়ে যাওয়া/চুরি যাওয়া/নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লিখিত কোনো পদক্ষেপই কার্ড সদস্য করতে পারেননি, এবং বিষয়টা নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে, তাহলে হারিয়ে যাওয়া, চুরি যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া কার্ডের যাবতীয় আর্থিক দায়বদ্ধতা কার্ড সদস্যের ওপরেই বর্তাবে, এমনকি তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্টকেও সেই ক্ষেত্রে বাতিল করা হবে না।

কার্ড হারিয়ে যাওয়ার/চুরি যাওয়ার/নষ্ট হয়ে যাওয়ার রিপোর্ট দাখিল হওয়ার পর এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্ড অ্যাকাউন্ট বরখাস্ত করার পর সেই কার্ডে অ-স্বীকৃত কোনো লেনদেন করা হলে, তার দায়বদ্ধতা কার্ড সদস্যের ওপর বর্তাবে না। অবশ্য, হারিয়ে যাওয়া/চুরি যাওয়া/অপব্যবহার হওয়া কার্ডের রিপোর্ট দাখিল করার সময় ও/বা উক্ত কার্ডে হওয়া লেনদেন নিয়ে কোনো বিবাদ দেখা দিলে, সেই সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ও/বা বিতর্কিত লেনদেনের সত্যতা প্রমাণ করার অধিকার আইসিআইসিআই ব্যাংকের রয়েছে। কার্ড সদস্যের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং কার্ড অ্যাকাউন্টের কোনোরকম অপব্যবহার এড়াতে অসংলগ্নতার ঝুঁকি থাকার সন্দেহে ক্রেডিট কার্ড ব্লক করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। ব্লক হয়ে যাওয়া কার্ড আর কোনোরকম লেনদেনে কার্ড সদস্য ব্যবহার করতে পারবেন না, এবং তিনি 7টি (সাত) কাজের দিনের মধ্যে পুরনোর বদলে নতুন কার্ড পেয়ে যাবেন।

আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্ড সদস্যকে সম্ভাব্য প্রতারণার ঝুঁকির ব্যাপারে জানানোর পরও কার্ড সদস্য যদি কার্ড ব্লক করার আবেদন না-জানান, তাহলে সেই কার্ডকে বা অন্যথায় কোনো প্রতারণার কাজে ব্যবহার করা হয়ে যাওয়ার পর প্রতারণামূলক লেনদেনের রিপোর্ট যে কোনোভাবে দাখিল করা হলেও, তার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংককে দায়ী করা যাবে না।

XII. দায়বদ্ধতা অর্জন

আইসিআইসিআই ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ প্রতিকার ও এই নিয়মগুলোর প্রতি কোনো পক্ষপাত না করেই, নিম্নলিখিত কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে কার্ড সদস্যের প্রতি আইসিআইসিআই ব্যাংক কোনোভাবেই দায়বদ্ধ থাকবে না:

(a) সরবরাহ হওয়া কোনো পণ্য বা পরিষেবায় কোনো ত্রুটি থাকলে;

(b) কোনো ব্যক্তি/বণিক প্রতিষ্ঠান কার্ড স্বীকার বা গ্রহণ করতে না চাইলে;

(c) কোনো কম্পিউটার টার্মিনাল ভালো করে কাজ না করলে;

(d) কার্ড সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি লেনদেনের নির্দেশ দিলে ;

(e) আইসিআইসিআই ব্যাংক বা তার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কারো হাতে কার্ড সদস্য নিজের কার্ড দিয়ে দিলে ;

(f) কার্ডের ওপরে কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার বা আইসিআইসিআই ব্যাংক দ্বারা ঘোষিত মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের আগে কার্ড সদস্যের কাছে কাড সমর্পণ করার দাবি জানিয়ে তা সংগ্রহ করার ব্যাপারে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের অধিকার সাব্যস্ত করলে ;

(g) কোনো কার্ড বা কাড অ্যাকাউন্টের পরিসমাপ্তির ব্যাপারে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের অধিকার সাব্যস্ত করলে ;

(h) কার্ড পুনরধিকার ও/বা কার্ড ফেরত দেওয়ার আবেদন, বা কোনো বণিক প্রতিষ্ঠান/মেল অর্ডার প্রতিষ্ঠান কোনো কার্ডকে স্বীকার বা গ্রহণ করতে অস্বীকার করার ফলে কার্ড সদস্যের ক্রেডিট চরিত্র ও সুনাম নষ্ট হলে ;

(i) আইসিআইসিআই ব্যাংক দ্বারা প্রকাশিত কোনো বিবরণের ভুল স্টেটমেন্ট, ভুল ব্যাখ্যা হলে, তাতে ত্রুটি থাকলে বা তা বাদ গেলে, আইসিআইসিআই ব্যাংক বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের হয়ে কাজ করা কোনো ব্যক্তি যদি কার্ড সদস্যের কাছে অনাদায়ী বকেয়া নিষ্পত্তির দাবি জানান, তাহলে কার্ড সদস্যকে এ ব্যাপারে রাজি হতে এবং স্বীকার করতে হয় যে, এমন দাবি জানানো মানে, কোনোভাবেই কার্ড সদস্যের মানহানি করা নয় বা তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাত করা নয় বা তাঁর চরিত্র বিচার-বিবেচনা করা নয়।

কার্ডধারককে মেনে নিতে হয় যে, ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানানোর সময় কার্ডধারক যে মোবাইল ফোন নম্বর বা ই-মেল আইডি দিয়েছিলেন, তাতে অ্যালার্ট পাওয়ার সুবিধার বিষয়টা আইসিআইসিআই ব্যাংকের সঙ্গে বা অন্যথায় মুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীর পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিষেবার ওপর নির্ভর করে। কার্ডধারকের কাছে অ্যালার্ট না পৌঁছলে বা দেরি করে পৌঁছলে, অ্যালার্ট পাঠানোর সময় কোনো ত্রুটি হলে, অ্যালার্ট হারিয়ে গেলে বা তা বিকৃত হলে, সেই সবের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

XIII. ব্যালেন্স ট্রান্সফারের সুবিধা

আইসিআইসিআই ব্যাংকের একক বিবেচনায় 'ফেসিলিটি' অর্থাৎ কার্ড সদস্যের অন্য ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডে থাকা অনাদায়ী ব্যালেন্স বা বকেয়ার পরিমাণ আইসিআইসিআই ব্যাংক প্রদত্ত/প্রদানে সম্মত কার্ড সদস্যের কার্ডে উপলব্ধি ক্রেডিট সীমার ঊর্ধ্বে ট্রান্সফার করা যাবে না। 'ইজি BT' মানে এমন এক সুবিধা বা ফেসিলিটি, যার সাহায্যে, কার্ড সদস্য ফেসিলিটির রিপেমেন্ট পদ্ধতিকে সমান মাসিক কিস্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন।

'EMI' বা 'সমান মাসিক কিস্তি'-র মানে, ফেসিলিটি বাবদ আইসিআইসিআই ব্যাংককে কার্ড সদস্য সমান মাসিক কিস্তিতে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবেন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে ফেসিলিটির আসল ও তার ওপর সুদ।

'সুদ মুক্ত ব্যালেন্স ট্রান্সফার' মানে, আইসিআইসিআই ব্যাংক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে কার্ডধারক 0% সুদের হারে ফেসিলিটি গ্রহণ করছেন।

'LTBT' (লাইফ টাইম ব্যালেন্স ট্রান্সফার) মানে, কার্ডধারক ফেসিলিটি গ্রহণ করার সময় আইসিআইসিআই ব্যাংক যে হারে নির্ধারণ করে দেয়, সেই হারে অনির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে কার্ডধারক ফেসিলিটি গ্রহণ করতে পারেন।

ফেসিলিটি ব্যবহার :

এই ফেসিলিটিতে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় কার্ড সদস্যকে এই অনুমতি দেয় যে, তাঁর কাছে অন্যান্য ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের যে ক্রেডিট কার্ড রয়েছে, তার অনাদায়ী বকেয়ার পুরোটা বা একটা অংশ তিনি নিজের ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারবেন। এই ট্রান্সফার করা হয় কার্ড সদস্যের সেই ডাক ঠিকানায় ডিমান্ড ড্রাফট পাঠিয়ে, যে ঠিকানা কার্ড সদস্য আইসিআইসিআই ব্যাংকে সর্বশেষ নথিভুক্ত করে রেখেছেনে। ড্রাফট পাঠানো হয় সেই অন্য ব্যাংক /প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে, যারা কার্ড সদস্যের কার্ড অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করার জন্য ক্রেডিট কার্ড জারি করেছে, সেইসব অন্যান্য ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের ফেসিলিটি অ্যামাউন্ট সহ।

আইসিআইসিআই ব্যাংক এই ফেসিলিটিতে অনুমোদন দেওয়ার/অনুমোদন দিতে সম্মত হওয়ার পর কার্ড সদস্যের অন্যান্য ক্রেডিট কার্ডে যদি কোনো ওভারডিউ পেমেন্ট বা পরিষেবা চার্জ কাটা হয়, তাহলে তার দায় আইসিআইসিআই ব্যাংকের ওপর বর্তাবে না। অন্য ক্রেডিট কার্ড জারি করা ব্যাংক /প্রতিষ্ঠানে ফেসিলিটির অর্থ ট্রান্সফার না হওয়া পর্যন্ত অন্য ক্রেডিট কার্ড জারি করা ব্যাংক /প্রতিষ্ঠানের পেমেন্ট মিটিয়ে দিতে কার্ড সদস্য বাধ্য থাকবেন। তদুপরি, পরবর্তী স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কার্ড সদস্য নিশ্চিত হতে পারবেন যে, অন্য কার্ড জারি করা ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের কার্ড অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হয়ে গেছে। এই ফেসিলিটির প্রধান কার্ড সদস্য ও গৌণ কার্ড সদস্য উভয়ের জন্যই উপলব্ধ থাকবে, তবে তা নগদ সীমা ও /বা ক্রেডিট সীমা সাপেক্ষ, এবং কার্ড সদস্য যদি আবেদন জানান, তবেই এই ফেসিলিটি দেওয়া হবে।

কার্ড সদস্যকে যে পরিমাণ অর্থের ফেসিলিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কার্ডে সেই নগদ সীমা ও /বা ক্রেডিট সীমা ব্লক করা হবে। ট্যারিফ পরিশিষ্টে প্রসেসিং ফি-র যে শতাংশ উল্লেখ করা আছে, সেটাই কার্ড সদস্যের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে, এবং ফেসিলিটি বাবদ সেটাই কার্ড সদস্য পরিশোধ করবেন। এই ফি-র টাকা রিফান্ড পাওয়া যাবে না। আইসিআইসিআই ব্যাংকের চলতি হারে প্রসেসিং ফি ও সুদের পরিমাণে GST প্রযোজ্য হবে। নির্দিষ্ট মাসের স্টেটমেন্টে সেই পরিমাণ উল্লেখ করা থাকবে। কার্ড সদস্য যখন আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে ফেসিলিটির জন্য আবেদন জানাবেন, তখন অন্য ব্যাংকের যে ক্রেডিট কার্ডের জন্য ফেসিলিটি চাওয়া হচ্ছে, সেটাতে দশ (10) টাকার ডামি অথরাইজেশন করে দেখবে আইসিআইসিআই ব্যাংক। এই অথরাইজেশন সফল হলে, ব্যালেন্স ট্রান্সফার লেনদেন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে, যা আইসিআইসিআই ব্যাংকের একক বিবেচনায় অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক্ষ।

শোধ :

ফেসিলিটি যদি ইজি BT হয়, তাহলে কার্ড সদস্য ফেসিলিটি ও তার সুদ EMI-তে শোধ করবেন। ফেসিলিটি দেওয়ার সময় কার্ড সদস্যকে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে সুদ বলা হবে, এবং তার পর কার্ড সদস্যকে চিঠি পাঠিয়ে যা জানানো হবে, সেই হারেই সুদ ধরা হবে। কার্ড সদস্য যখন নিশ্চিত করবেন যে, ইজি BT সংক্রান্ত তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা হয়েছে, তখন থেকেই সুদ হিসাব করা শুরু হবে। EMI-এর পরিমাণ ও তার সঙ্গে ফেসিলিটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ (সুদের হার সহ) কার্ড সদস্যকে পত্র মারফত জানানো হবে। পত্র পাঠানো হবে কার্ড সদস্যের ডাক ঠিকানায়।

কোনো একটি মাসের প্রদেয় EMI-এর পরিমাণ সেই মাসের স্টেটমেন্টে উল্লেখ করা হবে। কার্ড সদস্যের কাছে স্টেটমেন্ট

পাঠানোর মাধ্যমে কোনো মাসের প্রদেয় EMI-এর কথা জানানোর ভিত্তিতে কার্ড সদস্যের কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে আইসিআই ব্যাংক মাসে মাসে কিস্তি ডেবিট করে নিতে পারবে। ব্যাংককে এই বিশেষ অধিকার/অনুমোদন কার্ড সদস্য দিয়ে রাখবেন। কার্ড সদস্য যখন EMI শোধ করে দেন, তখন সেই শোধ হওয়া EMI-এর পরিমাণেই নগদের সীমা/ক্রেডিট সীমাকে পুরনায় বহাল করা হয়।

স্টেটমেন্টে কোনো একটি মাসের EMI যতটা উল্লেখ করা থাকে, তার পুরোটাই কার্ড সদস্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে শোধ করবেন। কোনো মাসের EMI-কে পরের মাসের হিসাবে নিয়ে যাওয়া বা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

কার্ড সদস্য যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে শোধ করতে না পারেন, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, কার্ড সদস্য খেলাপি করেছেন। তখন কার্ড সদস্যের উপর এই দায় বর্তাবে যে, তিনি খোলসা হওয়া কিস্তি সহ তাঁর ফেসিলিটিতে আরোপ হওয়ার মতো সুদ পরিশোধ করবেন। যে সুদের কথা ট্যারিফ পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইজি BT ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ফেসিলিটির অর্থের পরিমাণ মোট বকেয়া রাশি ও/বা বকেয়া EMI রাশির অংশ হয়ে যাবে। সেটা ক্রমে দফা VI ও XXXIV উল্লিখিত উপায়ে শোধ করতে হবে।

কার্ড সদস্য যদি সুদ মুক্ত ব্যালেন্স ট্রান্সফারের সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে ট্রান্সফার হওয়া আসল ব্যালেন্সের রাশি সুদ মুক্ত হবে। ফেসিলিটি নেওয়ার পর কার্ড সদস্য যদি মোট বকেয়া রাশির আংশিক পরিমাণ শোধ করেন, তাহলে কার্ড সদস্য যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করেছেন, সেটার হিসেব মেলানো হবে, এবং ওপরে দফা VI (I)-এ যে নিয়ম ও শর্তাবলি উল্লেখ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী সুদ ও পরিষেবা চার্জ আরোপ করা হবে।

কার্ড সদস্য যদি LTBT সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাংক যে হার উল্লেখ করে দিয়েছে, তা প্রযোজ্য হবে ট্রান্সফার হওয়া আসল ব্যালেন্স রাশিতে। ফেসিলিটি নেওয়ার পর কার্ড সদস্য যদি মোট বকেয়া রাশির আংশিক পরিমাণ শোধ করেন, তাহলে কার্ড সদস্য যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করেছেন, সেটার হিসাব মেলানো হবে, এবং উপরে দফা VI (I) (c) -তে যে নিয়ম ও শর্তাবলি উল্লেখ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী সুদ ও পরিষেবা চার্জ আরোপ করা হবে। ন্যূনতম প্রদেয় রাশি হিসাব করার সময় ট্রান্সফার হওয়া আসল ব্যালেন্স রাশির 5% ধরা হবে।

ফেসিলিটির আগাম সমাপ্তি :

ফেসিলিটি যদি ইজি BT হয়, সে ক্ষেত্রে ফেসিলিটির আগাম সমাপ্তি/ফেসিলিটির অর্থ শোধ করার নির্ধারিত সময়কালের আগেই পরিসমাপ্তি করতে চাওয়া হলে, দেখা হবে আগাম সমাপ্তি/পরিসমাপ্তির দিন পর্যন্ত ফেসিলিটির কী পরিমাণ অর্থ অনাদায়ী হয়ে আছে। সেই অনাদায়ী অর্থ সহ তার সুদ এবং ফেসিলিটি সংক্রান্ত অন্যান্য অর্থ সঙ্গে সঙ্গে কার্ড সদস্য শোধ করবেন। ফেসিলিটির আগাম সমাপ্তি করতে চাইলে কার্ড সদস্য যে কোনো সময় আগাম সমাপ্তির জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন। ফেসিলিটির অনুমোদন দেওয়ার সময় আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্ড সদস্যের কাছে চিঠিপত্র পাঠানো হয়েছিল। সেটার মধ্যে আগাম সমাপ্তি সংক্রান্ত যে-সব চার্জের কথা উল্লেখ করা আছে, কার্ড সদস্য সেই সব চার্জ পরিশোধ করবেন।

পর পর দুটো মাসের EMI শোধ করা না হলে আইসিআইসিআই যাবতীয় অধিকার ও প্রতিকারের প্রতি পক্ষপাত না করে, এই অধিকার সাব্যস্ত করতে পারবে : কার্ড সদস্যকে ডেকে ফেসিলিটির অর্থ, প্রযোজ্য সুদ এবং সেই ফেসিলিটি

সংক্রান্ত যাবতীয় অর্থ শোধ করার কথা বলতে পারবে। এমন কোনো অর্থ শোধ করার দাবি জানানো হলে, কার্ড সদস্যও তা শোধ করতে বাধ্য।

ফেসিলিটি বাতিল :

ফেসিলিটির অনুমোদন পাওয়ার 15 দিনের মধ্যে কার্ড সদস্য ফেসিলিটি বাতিল করতে পারেন। এর জন্য তিনি সে কথা আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাবেন।

ফেসিলিটি বাতিল করতে হলে ডিমান্ড ড্রাফট ফেরত দিতে হবে এই ঠিকানায় : ক্রেডিট কার্ড অপারেশনস, আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড, C উইং, অটাম এস্টেট, চান্দিবলি ফার্ম রোড, চান্দিবলি, চান্দিবলি স্টুডিওর পাশে, MHADA-র বিপরীতে, আন্ধেরি - পূর্ব, মুম্বাই- 400072। কার্ড সদস্য বা সুবিধা-প্রাপক এই ডিমান্ড ড্রাফট ভাঙিয়ে নগদ যেন বের না-করে থাকেন।

XIV. পরিপূরক কার্ড

প্রধান কার্ড সদস্য যখন এই আবেদন জানাবেন যে, তাঁর পরিবারের সদস্য /সদস্যদের জন্য অ্যাড-অন কার্ড জারি করা হোক, তখন আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় এবং সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলি অনুযায়ী প্রধান কার্ড সদস্যের পরিবারের সদস্যদের জন্য পরিপূরক কার্ড জারি করবে।

পরিপূরক কার্ড ব্যবহার করলেই ধরে নেওয়া হবে যে, এইসব নিয়ম ও শর্তাবলিকে মেনে নেওয়া হয়েছে। পরিপূরক কার্ডধারক ও প্রধান কার্ড সদস্য জারি হওয়া কার্ডকে গ্রহণ করে মেনে নেন যে, তাঁরা যৌথভাবে বা পৃথকভাবে নিয়ম ও শর্তাবলি মেনে চলতে / পরিশোধ করতে বাধ্য/দায়বদ্ধ। অবশ্য, পরিপূরক কার্ডের বকেয়া ও প্রদেয় সমস্ত চার্জ পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রধান কার্ডধারকের। পরিপূরক কার্ডের সুবিধা একটা বিশেষ সুবিধা বলে আইসিআইসিআই ব্যাংক সময়ে সময়ে এর জন্য কিছু ফি /হার নির্ধারণ করে। পরিপূরক কার্ড সদস্যের সদস্যতা অব্যাহত থাকবে কি না তা একমাত্র নির্ভর করে প্রধান কার্ড সদস্যের সদস্যতা অব্যাহত থাকার ওপর।

XV. বিলিং

কার্ড ব্যবহার করার জন্য যেসব চার্জ কাটা হয় এবং কার্ড অ্যাকাউন্টে যেসব চার্জ প্রযোজ্য হয়, সে সবেরই বিল মাসে মাসে সমস্ত কার্ড সদস্যের কাছে পাঠানো হয়। কার্ড সদস্যের কাছে স্টেটমেন্ট পৌঁছতে যাতে বিলম্ব না-হয়, তার ব্যবস্থা নেবে আইসিআইসিআই ব্যাংক। অবশ্য, পূর্ববর্তী মাসে কার্ড অ্যাকাউন্টে যদি কোনো অনাদায়ী বকেয়া না-থাকে এবং কোনো লেনদেন না-হয়ে থাকে, তাহলে সেই সময়ের কোনো স্টেটমেন্ট জেনারেট করা হয় না।

উপযুক্ত সুরক্ষা সহ অনলাইনে স্টেটমেন্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করবে আইসিআইসিআই ব্যাংক। যাতে স্টেটমেন্ট শুধু কার্ড সদস্যের হাতেই গিয়ে পড়ে। যে কোনো কারণেই হোক, স্টেটমেন্ট যদি হাতে দিয়ে না পৌঁছয়, তাহলে তা পাঠানোর ব্যাপারে আইসিআইসিআই ব্যাংক যেন কোনো প্রকার বিলম্ব না করে। কার্ড সদস্যের কাছে যেসব চার্জ স্লিপের কপি রয়েছে, সেগুলো হিসাব করে বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে ফোন করে নিজের বকেয়া জেনে নিয়ে তিনি যেন তা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে দেন।

XVI. ইনস্ট্যান্ট মার্চেন্ট ভিত্তিক ইনস্টলমেন্ট প্রোগ্রাম

আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে কার্ড সদস্যের পক্ষ থেকে মোট যে পরিমাণ অর্থ সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে, তাকেই বলে 'EMI' বা 'ইক্যুয়েটেড মান্থলি ইনস্টলমেন্ট'। এর মধ্যে থাকে আসল রাশি, সুদ, ও কোনো/অন্যান্য চার্জ, যদি প্রযোজ্য হয়।

আইসিআইসিআই ব্যাংক EDC (ইলেকট্রনিক ডেটা ক্যাপচার) টার্মিনালে কার্ড ব্যবহার করে কোনো লেনদেন করার সময় কার্ড সদস্য যখন সেই লেনদেনকে EMI-তে রূপান্তরিত করার আবেদন জানান এবং/বা যে অনলাইন লেনদেনে এমন রূপান্তরের সুবিধা উপলব্ধ আছে, সেখানে লেনদেন করে সেটাকে EMI-তে রূপান্তরিত করার আবেদন জানান, তখন তাকে বলা হয় 'ইনস্ট্যান্ট EMI'। আইসিআইসিআই ব্যাংক এই বিশেষ অধিকার পাবে যে, তারা নিজেদের একক বিবেচনায় ক্রেডিট কার্ডে ইনস্ট্যান্ট EMI-কে কার্ড সদস্যের জন্য উপলব্ধ করবে। এর জন্য যে চার্জ কাটা হবে সেটা কার্ড সদস্যকে সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ করতে হবে বলে যে বাধ্যবাধকতা আছে, সেটার প্রতি পক্ষপাত করা যাবে না। নির্দিষ্ট কিছু সামগ্রী ক্রয় করার ক্ষেত্রে গ্রাহক সমান মাসিক কিস্তি (EMI)-র বিকল্প গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। যা কার্ড সদস্যকে আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র থেকে জানানো হবে এবং কার্ড সদস্যের কাছে পাঠানো স্টেটমেন্টেও তার উল্লেখ থাকবে। এগুলো নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক্ষ :

(i) কার্ড সদস্য যখন ইনস্ট্যান্ট EMI-তে কোনো কিছু কেনার বিকল্প গ্রহণ করবেন, তখন যে-কোনো পরবর্তী চার্জে প্রি-ক্লোজার চার্জ ধরা হবে। যা হয়তো সময়ে সময়ে নির্ধারণ করবে আইসিআইসিআই ব্যাংক। এটা নির্ভর করবে এই বিষয়ের ওপর যে ক্রয় কীভাবে করা হয়েছে। EMI আগাম শেষ করে দেওয়ার জন্য কার্ড সদস্য যে কোনো সময় আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করে ফেসিলিটি বন্ধ (অনাদায়ী অর্থ আগাম শোষ করে) করে দিতে পারেন। কার্ড অ্যাকাউন্টে আগাম সমাপ্তির যে চার্জ ধরা হবে, তা অনাদায়ী আসলের 3% এবং সেইসঙ্গে আগামী মাসের সুদের সমান হবে। ফেসিলিটির অর্থ সম্পূর্ণভাবে আগাম পরিশোধ করার জন্য গ্রাহক সদস্যের কাজ হবে আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে ফোন করা।

(ii) কোনো কারণে বিলে উল্লিখিত ও অনাদায়ী চার্জের কোনো অংশকে যদি ইনস্ট্যান্ট EMI-তে পরিশোধ করতে দেওয়া না হয়, এবং সেই অংশটা যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে না-হয়, তার ওপর একটা সুদ, পরিষেবা চার্জ ও বিলম্বিত পরিশোধ বাবদ চার্জ ধরা হবে। এসব ধরা হবে দফা VI-এ উল্লিখিত উপায়ে।

(iii) যে-ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বর্তমানে নিম্নলিখিত ক্রয় সম্পন্ন করা সেটাতে ইনস্ট্যান্ট EMI ফেসিলিটি পাওয়া যাবে। যেমন : (a) বণিক প্রতিষ্ঠানে নতুন ক্রয়, (b) আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বণিক প্রতিষ্ঠানে পূর্বের ক্রয়কে রূপান্তর করা।

(iv) আইসিআইসিআই ব্যাংকের একক বিবেচনায় কার্ড সদস্যকে ইনস্ট্যান্ট EMI ফেসিলিটি দেওয়া হয়, এবং এইসব ফেসিলিটি পাওয়া যাবে :

(a) যে সময়কালের মধ্যে ও বণিক প্রতিষ্ঠানে, তা আইসিআইসিআই ব্যাংক ঠিক করে দিতে পারে,

(b) ইনস্ট্যান্ট EMI-এর সুদ ধরা হবে কার্ড সদস্য ও বণিকের ভিত্তিতে, যা ঠিক করে আইসিআইসিআই

ব্যাংক,

(c) ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ, লেনদেন ফি-র পরিমাণ, ইনস্ট্যান্ট EMI পরিশোধ করার সময়-সীমা ও অন্যান্য পেমেন্ট সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করা হয় কার্ড সদস্য ও বণিকের ভিত্তিতে, যা ঠিক করতে পারে আইসিআইসিআই ব্যাংক। এই ইনস্ট্যান্ট EMI-এর ফেসিলিটি বিজনেস কার্ড, কর্পোরেট কার্ড, EMI কার্ড ও আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডে পাওয়া যাবে না।

XVII. অটো ডেবিট ফেসিলিটি

কার্ডের বকেয়া পরিশোধ করার জন্য কার্ড সদস্য অটো ডেবিট ফেসিলিটি ব্যবহার করতে পারেন। অটো ডেবিট ফেসিলিটি গ্রহণ করলে, কার্ড সদস্যের কাছে পাঠানো স্টেটমেন্টে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখে উল্লিখিত অর্থ কার্ড সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে (যার বিস্তারিত তথ্য আইসিআইসিআই ব্যাংককে দিতে হবে) ডেবিট করা যায়। অবশ্য, বকেয়া পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ একটা ব্যবসার দিন হতে হবে, তা নাহলে পরবর্তী ব্যবসার দিনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করা হবে। বকেয়া পরিশোধের নির্ধারিত দিনে উক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি পর্যাপ্ত অর্থ না-থাকে, তাহলে কার্ডের বকেয়া সহ প্রযোজ্য যাবতীয় চার্জও কার্ড সদস্য দিতে বাধ্য থাকবেন। কার্ড সদস্য এই সম্মতি দেবেন ও এটা নিশ্চিত করবেন যে, অটো ডেবিট ফেসিলিটি নেওয়ার জন্য তিনি যে-সবিশেষ তথ্য আইসিআইসিআই ব্যাংকে জমা করেছেন, তা শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধ তথ্যের জন্য বা অন্য যে কোনো কারণে অটো ডেবিট লেনদেনে দেরি হলে বা একেবারেই না-হলে, আইসিআইসিআই ব্যাংকের কোনো দায় থাকবে না। কার্ড সদস্যকে এ ব্যাপারেও সম্মত হবে এবং তাঁকে এটা করতে হবে যে, তিনি অটো ডেবিটের জন্য যে ব্যাংকের নাম দিয়েছেন, সেই ব্যাংককে আইসিআইসিআই ব্যাংকের অনুকূলে অটো ডেবিট সংক্রান্ত নির্দেশ জারি হওয়ার কথা জানাতে হবে, এবং আইসিআইসিআই ব্যাংককে না জানিয়ে তিনি ওই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে পারবেন না। আইসিআইসিআই ব্যাংকের লিখিত সম্মতি ছাড়া উক্ত নির্দেশকে প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাবে না।

XVIII. রিটার্নড পেমেন্ট

নিজের কার্ডের বকেয়া পরিশোধ করার জন্য কার্ড সদস্যের দেওয়া চেক, বা অন্য কোনো পেমেন্টের মাধ্যম বা নির্দেশকে যদি মান্য করা না হয়, বা সেগুলোর প্রক্রিয়া চালু করা না-যাওয়ার দরুন কার্ড সদস্যকে যদি সেগুলো ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের, এবং এই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় একটা লেভি ফ্রি আরোপ করতে পারে এবং /বা সাময়িক /স্থায়ীভাবে কার্ড বাতিলর করে দিতে পারে। আইসিআইসিআই ব্যাংক যে রিটার্ন চার্জ ও বিলম্বিত পেমেন্ট চার্জ বা অন্য কোনো চার্জ নির্ধারণ করে দেবে, তা পরিশোধ করতে কার্ড সদস্য বাধ্য থাকবেন।

XIX. বিবাদ

যদি না কার্ড হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায় বা প্রতারণার উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা হয়, এবং সেসব কথা যদি না এখানে উল্লিখিত দফা IX অনুযায়ী জানানো হয়ে থাকে, তাহলে পেমেন্টের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক যে চার্জ স্লিপ, বা পেমেন্ট ফরমাশ-পত্র পাবে, সেটাকে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে ধরে নেবে যে, সেই চার্জ স্লিপ বা পরমাশ-পত্রে উল্লিখিত চার্জ

সঠিকভাবেই কার্ড সদস্য বহন করেছেন। কার্ড যে হারিয়ে যায়নি, চুরি হয়ে যায়নি বা প্রতারণার উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা হয়নি, তা প্রমাণ করার দায় কার্ড সদস্যের ওপর বর্তাবে। এই দফায় অন্যান্য যেসব পেমেন্টে ফরমাশ-পত্রের উল্লেখ আছে, সেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সেই সমস্ত পেমেন্টে যেগুলোর অনুমোদনযোগ্য ব্যয় কার্ডধারক বহন করেন বণিক প্রতিষ্ঠানে এই কার্ড ব্যবহার করে, যা চার্জ হিসেবে রেকর্ড হয় না। উক্ত চার্জ স্লিপে কার্ড সদস্যের স্বাক্ষর এবং সেই স্লিপের ওপর কার্ডের নম্বর উল্লেখ থাকা মানেই তাকে একথার চূড়ান্ত সাক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হবে যে, এই দায় কার্ড সদস্য বহন করেছেন। আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র/আইসিআইসিআই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে ইনফিনিটি অ্যাক্সেস /APIN ব্যবহার করে ইনফিনিটি /পাসওয়ার্ড /ইউজার আইডি-র মাধ্যমে ফেসিলিটি গ্রহণ করা হলে, কার্ড সদস্যই লেনদেন করেছেন বলে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে ধরা হবে। আইসিআইসিআই ব্যাংকের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার দরকার নেই যে, কার্ড সদস্য যথাযথভাবে তাঁর ক্রয় করা পণ্য পরিষেবা হাতে পেয়েছেন কি না। স্টেটমেন্টে উল্লিখিত চার্জ নিয়ে কার্ড সদস্যের যদি কোনো অসম্মতি থাকে, তাহলে তাঁর কাজ হবে সেই কথাটা স্টেটমেন্ট পাওয়ার 60 (ষাট) দিনের মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাংককে জানানো। তা না-করলে ধরে নেওয়া হবে, স্টেটমেন্টে উল্লিখিত সমস্ত চার্জ ঠিকই আছে।

XX. সুরক্ষা

সুরক্ষিত ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে কার্ড অ্যাকাউন্টের অনাদায়ী বকেয়া, সেইসঙ্গে কার্ড লেনদেনের কোনো অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ সহ অন্যান্য যাবতীয় খরচ, চার্জ, যা এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে, কার্যকর হলেও কার্ড সদস্য যদি কার্ড ব্যবহার করার সময় তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে সেগুলো কাটা না হয়, তাহলে সেই কার্ডকে সুরক্ষিত করা হবে কার্ড সদস্যের নামে এককভাবে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যৌথভাবে বা তৃতীয় পক্ষের নামে থাকা সিকিউরিটিতে আইসিআইসিআই ব্যাংকের দ্বারা অনুমোদিত সিকিউরিটি/ফিক্সড ডিপোজিট/অন্যান্য সম্পত্তিকে বন্ধক/দায়বদ্ধ করার মাধ্যমে। এটা করা হবে আইসিআইসিআই ব্যাংকের দ্বারা নির্ধারিত রূপ ও পদ্ধতিতে। সুরক্ষা গড়ে তোলার জন্য কার্ড সদস্যের কাজ হবে যাবতীয় নথিপত্র আইসিআইসিআই ব্যাংকের সন্তোষজনক রূপ ও উপায়ে জমা দেওয়া। সুরক্ষা গড়ে তোলা এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য যা খরচ হবে, যেমন স্ট্যাম্প ডিউটি সহ অন্যান্য খরচ, বহন করতে হবে কার্ড সদস্যকে।

XXI. সংগ্রহ

একলা কার্ড সদস্যের ঝুঁকি ও ব্যয়ে কার্ড সদস্যের বকেয়া সংগ্রহ ও /বা কার্ড সদস্য প্রদত্ত সিকিউরিটিকে কার্যকর করতে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার বিশেষ অধিকার আছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। আইসিআইসিআই ব্যাংক মনে করলে, কার্ড সদস্যের উক্ত তথ্য, সত্য ও অঙ্ক উক্ত ব্যক্তিকে/ব্যক্তিদের (উক্ত উদ্দেশ্যে) দিতে পারে। আইসিআইসিআই উপযুক্ত মনে করলে তার সঙ্গে যুক্ত বা তার ফলে হওয়া ঘটনাক্রমের ক্ষেত্রে যাবতীয় আইন, কাজ, ব্যাপার ও বিষয় সঞ্চালন ও সম্পন্ন করার অধিকার ও কর্তৃত্ব ব্যক্তিকে /ব্যক্তিদের দিতে পারে।

XXII. পণ্য ও পরিষেবার মান

বণিক প্রতিষ্ঠান থেকে কার্ড সদস্য যে পণ্য, পণ্যের ওয়ারেন্টি বা পরিষেবা কিনবেন বা গ্রহণ করবেন, সেগুলোর ব্যাপারে,

এবং কার্ড সদস্যের কাছে সেগুলোর ডেলিভারি হতে দেরি হলে, ডেলিভারি না-হলে, তিনি পণ্য হাতে না-পেলে, বা তিনি ত্রুটিযুক্ত পণ্য হাতে পেলে, আইসিআইসিআই ব্যাংক কোনোভাবেই তার জন্য দায়ী থাকবে না। একটা কথা খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে, কার্ড সদস্যের জন্য ক্রেডিট কার্ড হল শুধুমাত্র একটা সুবিধা, যার সাহায্যে তিনি পণ্য কিনতে পারবেন এবং/বা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন, সেগুলোর ওয়ারেন্টির দায় আইসিআইসিআই ব্যাংকের নয়, পণ্য ও পরিষেবার মান, ডেলিভারি বা অন্য কোনো বিষয়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব করে না এই ব্যাংক। পণ্য ও পরিষেবা নিয়ে কোনো বিবাদ বা দাবিদাওয়া বা বিবাদ থাকা মানে এই নয় যে, আইসিআইসিআই ব্যাংককে চার্জ পরিশোধের দায়বদ্ধতা থেকে কার্ড সদস্য মুক্ত হয়ে যাবেন। কার্ড সদস্য সম্মত হয়েছেন যে, সেইসব চার্জ অবশ্যই তিনি পরিশোধ করবেন।

XXIII. ক্রেডিট লেনদেন

কোনোকিছু ক্রয়ের জন্য ডেবিট হওয়া এবং পণ্য/পরিষেবা ক্রয় করে বাতিল করার ফলে ক্রেডিট হওয়া, এই দুটো লেনদেন আলাদা। স্টেটমেন্টে কোনোকিছু কেনার কথা উল্লেখ থাকলে, কার্ড সদস্যের সেটা পরিশোধ করতেই হবে। তা না হলে সেটার ওপর অতিরিক্ত চার্জ বসে যাবে। বাতিল বাবদ রিফান্ড হওয়া টাকা কার্ড অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হবে (বাতিল বাবদ চার্জ বাদে) তখনই, যখন সেটা আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে এসে পৌঁছবে। অবশ্য, কার্ড সদস্য যদি ক্রেডিট চার্জ স্লিপ জমা দিতে পারেন, তাহলে কার্ড অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট দেখানো হবে। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে কার্ড অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট দেখা পাওয়া না গেলে সে কথা কার্ড সদস্য অবশ্যই যেন আইসিআইসিআই ব্যাংককে জানিয়ে দেন।

XXIV. বিদেশের মাটিতে কাটা চার্জ

কার্ড সদস্য ঘোষণা করেন যে, তাঁকে যে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে, সেটা বিদেশের মাটিতে ব্যবহার করা হলে, আনুষঙ্গিক বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে। যে নিয়ম RBI সময়ে সময়ে জারি ও সংশোধন করে থাকে। RBI-এর বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধার সীমা কার্ড সদস্য যদি পার করে যান, তাহলে সে কথাটা সঙ্গে সঙ্গে আইসিআইসিআই ব্যাংককে লিখিতভাবে জানাতে হবে। RBI নির্ধারিত চার্জ বহন করার জন্য পাসপোর্ট অনুমোদন করাতে হলে, তা করানোর দায়িত্ব পুরোপুরি কার্ড সদস্যের। RBI -এর জারি করা চলতি বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা যদি কার্ড সদস্য মেনে চলতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ফরনে এক্সচঞ্জে ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, 1999, সময়ে সময়ে যার সংশোধন করা হয়ে থাকে, অনুযায়ী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ হলে, তার দায় তাঁরই, এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকের নির্দেশে বা RBI দ্বারা তাঁকে কার্ডের সুবিধ াআর দেওয়া হবে না। RBI সময়ে সময়ে নির্দেশিকা জারি করে বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের যে সীমা নির্ধারণ করে দেয়, কার্ড সদস্য সেই সীমা পার করে দেওয়ার ফলে কোনো চার্জ পরিশোধ করতে না পারার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যদি কিছু ক্ষতি বা লোকসান হয়, এবং আইসিআইসিআই ব্যাংক যদি জানতে পারে যে, কার্ড সদস্য সেই সীমা পার করে ফেলেছেন, সে ক্ষেত্রে আইসিআইসিআই ব্যাংকের কোনে াদায় থাকবে না। ভারতীয় মুদ্রার বদলে অন্য কোনো মুদ্রায় লেনদেন করা হলে সেই লেনদেনকে ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হবে। যেদিন আইসিআইসিআই ব্যাংকের সঙ্গে সেই লেনদেন নিস্পত্তি করা হবে সেদিন ওই রূপান্তর করা হবে, ওই দিনটা প্রকৃত লেনদেনের তারিখ না-ও হতে পারে। লেনদেন যদি মার্কিন ডলারে

না-হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমে মার্কিন ডলারে রূপান্তর করা হবে, যে-পরিমাণ অর্থ চার্জ করা হবে, সেটা মার্কিন ডলারে রূপান্তর করা হবে, তারপর সেই মার্কিন ডলারকে রূপান্তরিত করা হবে ভারতীয় মুদ্রায়।

প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট হার ধরার প্রয়োজন না হলে মার্কিন ডলার থেকে ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তর করার হার ধরা হবে VISA, MasterCard ও AMEX যে হার ধরবে নিষ্পত্তির দিন, সেই অনুযায়ী রূপান্তর করার হার উক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে কারেন্সি কনভার্সন ফ্যাক্টর মূল্যায়নের মাধ্যমে বাড়ানো হবে।

XXV. আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড রিওয়ার্ড

আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্ড সদস্যকে/সদস্যদের নিম্নলিখিত ক্রেডিট কার্ড রিওয়ার্ড পয়েন্ট স্কিম দেওয়া হবে :

1. 'আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডস স্কিম' মানে আইসিআইসিআই ব্যাংকের রিওয়ার্ড স্কিম। 'আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডস পয়েন্টস' হবে সেই রিওয়ার্ড পয়েন্ট, যা দেওয়া হবে আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড স্কিমের অধীনে।
2. 'হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ডস স্কিম' মানে হবে আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রিমিয়াম রিওয়ার্ড স্কিম। 'হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ডস স্কিম' হবে সেই রিওয়ার্ড পয়েন্ট যা দেওয়া হবে হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ডস স্কিমের অধীনে।
3. 'আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডস পাওয়ার্ড বাই PAYBACK' মানে হবে PAYBACK -এর সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় আইসিআইসিআই ব্যাংকের রিওয়ার্ড স্কিম।

'PAYBACK পয়েন্ট' হবে সেই রিওয়ার্ড পয়েন্ট, যা দেওয়া হবে PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডস-এর অধীনে।

"PAYBACK" বলতে বোঝাবে এই ব্র্যান্ড নামের অধীনস্থ LSRPL -এর রিওয়ার্ড প্রোগ্রামকে। "LSRPL" বলতে বোঝাবে লয়ালটি সলিউশনস অ্যান্ড রিসার্চ লিমিটেড, এই কোম্পানি ইনকর্পোরেট হয়েছে কোম্পানি আইন, 1956-এর অধীনে, এর রেজিস্টার্ড অফিস আছে এই ঠিকানায় : ফ্লোরেন্স, জওহরলাল নেহরু রোড, ভকোলা, সান্তাক্রুজ (পূ), মুম্বাই 400055 (এরপর থেকে "LSRPL" বলে উল্লেখ করা হবে। এটা উল্লেখ করলে এর উত্তরাধিকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্তদেরও বোঝানো হবে, যদি না তা বিষয় ও তার প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে বেমানান হয়), এটা রয়েছে PAYBACK ব্র্যান্ড নামের অধীনে। 'PAYBACK কার্ড' বলতে বোঝাবে এবং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে LSRPL দ্বারা জারি হওয়া কার্ড, যা জারি করা হয় PAYBACK পয়েন্ট রিডিম করার জন্য, এবং যার নিয়ম ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে LSRPL।

'PAYBACK মেম্বার' মানে যে ব্যক্তির কাছে PAYBACK কার্ড রয়েছে, এবং যিনিPAYBACK ওয়েবসাইটে নির্ধারিত উপায়ে PAYBACK -এ নিবন্ধভুক্ত হয়েছেন।

'PAYBACK মেম্বারশিপ ডেটা' মানে আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের সঙ্গে যুক্ত কার্ড সদস্যের সদস্যদের ডেটা বা তথ্য। যেমন : (i) নাম (ii) ইমেল অ্যাড্রেস (iii) জন্মের তারিখ (iv) ঠিকানা (v) ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট

নম্বর।

'PAYBACK ওয়েবসাইট' মানে হবে url:www.payback.in-এ থাকা ওয়েবসাইট।

'অপরাধমূলক অ্যাকাউন্ট' বলতে বোঝাবে সেই কার্ড অ্যাকাউন্টকে যার পেমেন্ট এই নিয়ম ও শর্তাবলির অধীনস্থ পেমেন্ট দফায় উল্লিখিত অনুযায়ী হয়নি।

'কার্যকর হওয়ার তারিখ' বলতে বোঝাবে সেই তারিখকে যেদিন থেকে PAYBACK স্কিম/স্কিমগুলোর দ্বারা আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড চালিত হওয়া শুরু হবে। যা সময়ে সময়ে কার্ড সদস্যকে /সদস্যদের জানানো হবে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে। অবশ্য, PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডের অধীনস্থ সুবিধাগুলো কার্ড সদস্য পাবেন PAYBACK-এ নিবন্ধভুক্ত হওয়ার তারিখ থেকে।

'স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখ' বলতে বোঝাবে সেই তারিখকে যেদিন আইসিআইসিআই ব্যাংকের একক বিবেচনায় আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড স্কিম/ স্কিমগুলোর পরিসমাপ্তি হবে।

'বৈধ চার্জ' মানে কার্ডে পণ্য বা পরিষেবা কেনার ফলে কার্ড সদস্যকে যে চার্জ বহন করতে হয় এবং আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড স্কিমে অন্তর্ভুক্তির জন্য সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক যে চার্জ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে যখন কোনো প্রোমোশনাল অফার দেওয়া হয়, সেই সময় বা তার পর যদি কার্ড প্রত্যাহার করা হয়, বা বাতিল করা হায়, বা বাতিল হতে বাধ্য হয়, বা কার্ড অ্যাকাউন্টকে যদি অপরাধমূলক অ্যাকাউন্ট বলে ধরে ওেয়া হয়, তাহলে সেই প্রমোশন চলার সময় প্রদত্ত যে-কোনো অফার/ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন গিফট / ডিসকাউন্ট /ক্যাশ ব্যাক ইত্যাদি সহ অন্যান্য আরও অএনককিছুই বাস্তবিক সঙ্গে সঙ্গে এবং নিজে নিজে কার্ড সদস্যের জন্য বাতিল হয়ে যাবে।

'বর্ষপূর্তির বছর' মানে কার্ড জারি হওয়ার তারিখ থেকে বারো মাসের সময়কাল এবং তার পরবর্তী প্রত্যেক বারো মাস।

1. আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড স্কিমে প্রযোজ্য নিয়ম ও শর্তাবলি :
    - i. আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড স্কিম চালু হবে কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে এবং তা পাওয়া যাবে কার্যকর হওয়ার তারিখে ও তার পর থেকে কার্ড সদস্যের/সদস্যদের কাছে থাকা শুধুমাত্র নির্বাচিত আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে।
    - ii. আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড স্কিমের অধীনে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড পয়েন্ট দেওয়া হবে নির্বাচিত আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে, এবং তার চার্জ বহন করতে হবে কার্ড সদস্যকে।
    - iii. আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জনের সিস্টেমে রিওয়ার্ড অর্জনের একটা বর্ষপূর্তির বছরকে অনুসরণ করা হবে।
    - iv. আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড স্কিমের অধীনে কার্ড সদস্য যে-আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জন করবেন, তার উল্লেখ থাকবে কার্ড সদস্যের কাছে পাঠানো মাসিক স্টেটমেন্টে।
    - v. আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে রিডেমশন অফার দেওয়া হবে, তখন কার্ড সদস্য

নিজের জমানো আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড পয়েন্ট রিডিম করতে পারবেন।

vi. আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড পয়েন্ট রিডিম করলেই, যতগুলো আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড পয়েন্ট রিডিম করা হবে, সেগুলো সবই কার্ড অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে থাকা আইসিআইসিআই ব্যাংক রিডিম পয়েন্ট থেকে নিজে নিজে কাটা বা বাদ পড়বে।

vii. স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখের আগেই যে কোনো সময় যদি নির্বাচিত কার্ড প্রত্যাহার করা হয় বা বাতিল করা হয়, বা বাতিল হতে বাধ্য হয়, বা কার্ড অ্যাকাউন্টকে অপরাধমূলক অ্যাকাউন্ট বলে ধরা হয়, তাহলে সেই অ্যাকাউন্টের কার্ড সদস্যের ক্রেডিটে থাকা সমস্ত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড পয়েন্ট বাস্তবিকই সঙ্গে সঙ্গে ও নিজে নিজে বাতিল হয়ে যাবে।

viii. কার্ড সদস্য যদি তাঁর সদস্যতা আইসিআইসিআই ব্যাংকে পুনরায় বহাল করে নেন, তাও তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্টে বাতিল হওয়া আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড পয়েন্ট ক্রেডিট হবে না।

ix. স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখে কার্ড সদস্যের ক্রেডিট-এ থাকা আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড পয়েন্টগুলো যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিডিম না করা হয়, তাহলে সেগুলো নিজে নিজে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

2. হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড স্কিমে প্রযোজ্য নিয়ম ও শর্তাবলি :

i. হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড স্কিম চালু হবে কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে এবং তা পাওয়া যাবে কার্যকর হওয়ার তারিখে ও তারপর থেকে কার্ড সদস্যের/সদস্যদের কাছে থাকা শুধুমাত্র নির্বাচিত আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে।

ii. হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড স্কিমের অধীনে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্ট দেওয়া হবে নির্বাচিত আইসিআইসিআই ক্রেডিট কার্ডে, এব ংতার বৈধ চার্জ বহন করতে হবে কার্ড সদস্যকে।

iii. হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জনের সিস্টেমে রিওয়ার্ড অর্জনের একটা বর্ষপূতির বছরকে অনুসরণ করা হবে।

iv. হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড স্কিমের অধীনে কার্ড সদস্য যে হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জন করবেন, তার উল্লেখ থাকবে কার্ড সদস্যের কাছে পাঠানো মাসিক স্টেটমেন্টে।

v. আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে রিডেমশন অফার দেওয়া হবে, তখন কার্ড সদস্য নিজের জমানো হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পেমেন্ট রিডিম করতে পারবেন।

vi. হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্ট রিডিম করলেই, যতগুলো হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্ট রিডিম করা হবে, সেগুলো সবই কার্ড অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে থাকা হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে নিজে-নিজে কাটা যাবে বা বাদ পড়বে।

vii. স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখের আগেই যে কোনো সময় যদি নির্বাচিত কার্ড প্রত্যাহার করা হয়, বা বাতিল করা হয়, বা বাতিল হতে বাধ্য হয়, বা কার্ড অ্যাকাউন্টকে অপরাধমূলক অ্যাকাউন্ট বলে ধরা হয়, তাহলে সেই

অ্যাকাউন্টের কার্ড সদস্যের ক্রেডিটে থাকা সমস্ত হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্ট বাস্তবিকই সঙ্গে সঙ্গে ও নিজে নিজে বাতিল হয়ে যাবে।

viii. কার্ড সদস্য যদি তাঁর সদস্যতা আইসিআইসিআই ব্যাংকে পুনরায় বহাল করে নেন, তাও তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্টে বাতিল হওয়া হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্ট ক্রেডিট হবে না।

ix. স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখে কার্ড সদস্যের ক্রেডিট-এ থাকা হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্টগুলো যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিডিম করা না হয়, তাহলে সেগুলো নিজে নিজে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

স্কিম কর্তন তারিখের পর, হ্যান্ড-পিকড রিওয়ার্ড পয়েন্ট কার্ড সদস্যের ক্রেডিটে আছে যা নির্ধারিত সময়ে রিডিম হয়নি সেটা নিজে নিজে বাতিল হয়ে যাবে।

1. PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড প্রযোজ্য নিয়ম ও শর্তাবলি :

   PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড চালু হবে তা কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে। সেটা কেবল কার্ড সদস্যের /সদস্যদের কাছে থাকা ক্রেডিট কার্ডেই পাওয়া যাবে। কার্যকর হওয়ার তারিখে ও তার পর PAYBACK মেম্বারশিপ ডেটা LSRPL ও তার অধিভুক্তদের জানানো হবে PAYBACK অ্যাকাউন্টে আপডেট করার জন্য এবং PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড সংক্রান্ত পরিষেবা ও সুবিধা কার্ড সদস্যকে /সদস্যদের দেওয়ার জন্য।

   - PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডের অধীনে PAYBACK পয়েন্ট দেবে আইসিআইসিআই ব্যাংক, যার চার্ড বহন করতে হবে কার্ড সদস্যকে নির্বাচিত আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে।
   - PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডের অধীনে কার্ড সদস্য যে-PAYBACK পয়েন্ট অর্জন করবেন, তা উল্লেখ করা হবে কার্ড সদস্যের কাছে পাঠানো মাসিক স্টেটমেন্টে। পূর্ববর্তী বিলিং-এর সময়সীমার মধ্যে বৈধ লেনদেনের মাধ্যমে কার্ড সদস্য যে PAYBACK পয়েন্ট অর্জন করবেন, তা প্রত্যেক বিলিং-এর সময়সীমার শেষে আইসিআইসিআই ব্যাংক ট্রান্সফার করে দেবে কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে কার্ড সদস্যের PAYBACK অ্যাকাউন্টে।
   - কার্ড সদস্য/সদস্যরা PAYBACK সদস্য হওয়ার পর এবং PAYBACK রিওয়ার্ড ক্যাটালগে উপলব্ধ আইটেমে/আইটেমগুলোতে PAYBACK কার্ড ব্যবহার করে নিজেদের PAYBACK পয়েন্ট রিডিম করতে পারবেন। এর বিবরণ LSRPL-এর পক্ষ থেকে PAYBACK সদস্যকে /সদস্যদের জানানো হবে বা এর আরও তথ্য জানতে এবং PAYBACK সদস্য হওয়ার জন্য কার্ড সদস্য PAYBACK ওয়েবসাইট দেখে নিতে পারেন। PAYBACK পয়েন্ট রিডিম করা হলে, যতগুলো PAYBACK পয়েন্ট রিডিম করা হবে, সেগুলো নিজে-নিজে PAYBACK অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে থাকা PAYBACK পয়েন্ট থেকে কমে যাবে বা কাটা যাবে।

- স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখের আগে যে কোনো সময় নির্বাচিত ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার যদি প্রত্যাহার করা হয়, বা বাতিল করা হয়, বা বাতিল হতে বাধ্য হয়, বা কার্ড অ্যাকাউন্টকে যদি অপরাধমূলক অ্যাকাউন্ট বলে ধরা হয়, তাহলে কার্ড সদস্যদের ক্রেডিটে থাকা সমস্ত PAYBACK পয়েন্ট বাস্তবিকই সঙ্গে সঙ্গে ও নিজে নিজে বাতিল হয়ে যাবে।

– কার্ড সদস্য পরে আইসিআইসিআই ব্যাংকে নিজের সদস্যতা পুনরায় বহাল করলেও তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্টে বাতিল হওয়া উক্ত PAYBACK পয়েন্ট ক্রেডিট হবে না।

– স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখের পর কার্ড সদস্যদের ক্রেডিট থাকা PAYBACK পয়েন্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিডিম করা না হলে সেগুলো নিজে নিজে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তদুপরি, সময়ে সময়ে PAYBACK ওয়েবসাইটে প্রদত্ত নিয়ম ও শর্তাবলিতে PAYBACK যে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়, সেই সময়ের মধ্যে PAYBACK পয়েন্ট রিডিম না-করলে সেই পয়েন্টগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়ে, সেগুলো আর পাওয়া যাবে না।

– স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখের পর বা স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখের আগে যে কোনো সময়ে নির্বাচিত ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার যদি প্রত্যাহার করা হয়, বা বাতিল করা হয়, বা বাতিল হতে বাধ্য হয়, বা কার্ড অ্যাকাউন্টকে যদি অপরাধমূলক অ্যাকাউন্ট বলে ধরা হয়, তাহলেও কার্ড সদস্য PAYBACK সদস্য হয়ে থাকবেন এবং PAYBACK অ্যাকাউন্ট থেকে PAYBACK মেম্বারশিপ ডেটা মুছে ফেলা হবে না।

– PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডের অধীনে, সেই সঙ্গে এই স্কিমের নিয়ম ও শর্তাবলি অনুযায়ী কার্ড সদস্য PAYBACK পয়েন্ট রিডিম করার ব্যাপারে LSRPL-এর নিয়ম দ্বারাও পরিচালিত হবেন। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে www.payback.in দেখুন। এই স্কিমের নিয়ম ও PAYBACK-এর ওয়েবসাইটে উল্লিখিত নিয়মের মধ্যে যদি কোনো বিবাদ থাকে, তাহলে PAYBACK ওয়েবসাইটের নিয়মগুলোই বহাল থাকবে। PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড সংক্রান্ত যদি কোনো বিবাদ থাকে, তাহলে কার্ড সদস্যের কাজ হবে, সেটা সরাসরি LSRPL-এর সঙ্গে মিটিয়ে নেওয়া। যে কোনোভাবেই হোক না-কেন তার দায় আইসিআইসিআই ব্যাংকের ওপর চাপানো যাবে না বা এই ব্যাংকের শরণাপন্নও হওয়া যাবে না। PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডের ব্যাপারে কার্ড সদস্য ও LSRPL-এর মধ্যে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

– নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ড স্কিম, হ্যান্ডপিকড রিওয়ার্ড স্কিম এবং সেইসঙ্গে PAYBACK চালিত আইসিআইসিআই ব্যাংক রিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে (এর পর থেকে এগুলোকে একসঙ্গে 'স্কিমগুলো' বলে উল্লেখ করা হবে, এবং এগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে 'সংশ্লিষ্ট' স্কিম বলে উল্লেখ করা হবে) : স্কিমগুলোর সময়সীমার মধ্যে কোনো কার্ড অ্যাকাউন্ট অপরাধমূলক হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট স্কিমের অ্যাকাউন্ট অপরাধমূলক হয়ে যাওয়ার তারিখে এবং তারপর থেকে কার্ড সদস্য আর ওই স্কিমগুলো পাবেন না।

আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় কার্ড সদস্যকে/সদস্যদের অতিরিক্ত রিওয়ার্ড পয়েন্ট দিতে পারে। এই স্কিমের অধীনে আইসিআইসিআই ব্যাংক যে-রিওয়ার্ড পয়েন্ট গণনা করে, তা পাকাপাকি ও চূড়ান্ত হবে, এবং কার্ড সদস্যকে তা মানতে হবে। এ নিয়ে কোনো বিবাদ করা যাবে না। সরকারকে বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে বা আইন অনুযায়ী স্থাপিত কোনো সংস্থাকে (কেন্দ্রীয়, রাজ্য বা স্থানীয়) কোনো কর, বা অন্যান্য দায়বদ্ধতা বা চার্জ পরিশোধ করতে হলে যেগুলো কার্ড সদস্যের একক অ্যাকাউন্টে যোগ হতে থাকে বা বাড়তে থাকে সংশ্লিষ্ট স্কিমের কোনো রিওয়ার্ড পয়েন্ট রিডিম করার ফলে, যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্য/ পরিষেবার আর্থিক মূল্যের ক্ষেত্রে যদি কোনো উৎসে কর কেটে নেওয়া হয়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায় কার্ড সদস্যের।

- এখানে এমন কোনো কথা বলা নেই, যার অর্থ এই বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে স্কিম পরিসমাপ্তির তারিখের পর স্কিমগুলো অব্যাহত রাখার ব্যাপারে অথবা উক্ত স্কিমগুলোর বদলে অনুরূপ বা নতুন কোনো স্কিম দেওয়ার ব্যাপারে আইসিআইসিআই ব্যাংক বা PAYBACK বাধ্য থাকবে।
- রিওয়ার্ড পয়েন্ট রিডিম করাটা স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় চার্জ কার্ড সদস্য স্বাভাবিক নিয়মে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় বহন করছেন বলে ধরে নেওয়া হবে।
- স্বাভাবিক নিয়মে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কার্ড সদস্যকে যদি কোনো কাজ করতে হয়, দাবি ও চাহিদা জানাতে হয়, দায়বদ্ধতা, লোকসান, ব্যয়, চার্জ বা খরচ বহন করতে হয়, তাহলে সেগুলোর জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংককে কার্ড সদস্য দায়ী করতে পারবেন না।
- আইসিআইসিআই ব্যাংক যদি কার্ড অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয় বা কার্ডের পরিসমাপ্তি ঘটায় /কার্ড বাতিল করে বা সংশ্লিষ্ট স্কিমের পরিসমাপ্তি ঘটায়/স্কিম বাতিল করে, তাহলে কার্ড সদস্যের দ্বারা অর্জিত রিওয়ার্ড পয়েন্টকে বাতিল করার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের।
- যে কোনো সময়ে এবং কার্ড সদস্যকে আগাম না জানিয়ে স্কিমগুলোকে বা সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক চালু করতে পারে এমন অন্যান্য যে কোনো রিওয়ার্ড পয়েন্ট স্কিমকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে যুক্ত, বদল, সামান্য পরিবর্তন, পরিবর্তন বা তারতম্য করার বা একেবারে প্রত্যাহার করার স্পষ্ট অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। কার্ড সদস্যকে/সদস্যদের মনে রাখতে হবে যে, এক-এক ধরনের আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে রিওয়ার্ড পয়েন্ট এক-একভাবে বাড়তে থাকবে, সেটা সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত চিঠিপত্রে উল্লেখ থাকা নিয়ম অনুযায়ী হবে, যদি না আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে অন্যথায় জানানো হয়।
- এখানে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলি অনুযায়ী রিওয়ার্ড পয়েন্ট রিডিম করার আবেদন শুধুমাত্র প্রধান কার্ড সদস্যের থেকে গ্রহণ করা হবে। খুচরো লেনদেনের ক্ষেত্রে কার্ড সদস্য/সদস্যরা রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জন করতে পারবেন। অবশ্য যে খুচরো লেনদেন সম্পন্ন পরেই বাতিল করা হবে, সেই ক্ষেত্রে কার্ড সদস্য/সদস্যরা রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জনের অধিকার লাভ করবেন না।

- আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায়, যে কোনো খুচরো লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বা প্রমোশনাল স্কিমে বা নির্দিষ্ট প্রোমো/স্কিমে একক বিবেচনায় বোনাস রিওয়ার্ড পয়েন্ট দিতে পারে।
- উপযুক্ত প্রধান, পরিপূরক বা একাধিক কার্ডের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কার্ড অ্যাকাউন্টে রিওয়ার্ড পয়েন্ট জমা হয়ে বাড়তে থাকবে। পরিপূরক কার্ড ও/বা কোনো একাধিক কার্ডে যদি কোনো খুচরো লেনদেন করা হয়ে থাকে, তাহলে তার রিওয়ার্ড পয়েন্ট নিজে নিজে গিয়ে জমা হবে প্রধান সদস্যের কার্ড অ্যাকাউন্টে।
- অগ্রিম নগদ তোলা সংক্রান্ত লেনদেনে এবং অন্য যে কোনো ধরনের ফি/চার্জ, যা কার্ডে প্রযোজ্য হতে পারে, যেমন জয়েনিং ফি, বার্ষিক ফি, পরিপূরক কার্ড ফি, একাধিক কার্ড ফি, ব্যালেন্স ট্রান্সফার ফি, EMI লেনদেন, অগ্রিম নগদ ফি, চেক গৃহীত না-হওয়া বাবদ ফি, আর্থিক চার্জ, অপরাধের দায়ে প্রদেয় চার্জ, বিলম্বিত পরিশোধ বাবদ চার্জ, পরিষেবা চার্জ, এবং অন্য যে কোনো ফি/চার্জ, এবং এগুলো ছাড়া অন্যান্য আরও নানা ফি ও চার্জ, যা আইসিআইসিআই ব্যাংক সময়ে সময়ে আরোপ করে থাকে, রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জনে কার্ড সদস্যকে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হবে না। প্রধান কার্ড সদস্য একবার রিডিম করার আবেদন জানালে অন্য কোনো কার্ড সদস্য সেটাকে আর বাতিল/প্রত্যাহার/পরিবর্তন করাতে পারবেন।
    - আইসিআইসিআই ব্যাংক বা কোনো বণিক অংশীদার/অংশগ্রহণে থাকা অংশীদারের সঙ্গে টাই-আপ করে আইসিআইসিআই ব্যাংক প্রদত্ত বা অন্য কোনো অংশীদারের লয়ালটি প্রোগ্রামে কোনো নির্দিষ্ট স্কিমে/প্রমোশনাল অফারে রিডওয়ার্ড পয়েন্ট একবার বিনিময় করা হয়ে গেলে, সেটাকে আর কার্ড সদস্যের কথায় কার্ড অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়া বা বাতিল করা যাবে না। কোনো বণিক অংশীদার/অংশগ্রহণে থাকা অংশীদারের কাছে কোনো রিওয়ার্ড পয়েন্ট রূপান্তরিত/স্থানান্তরিত করলে বা অন্যথায় যে কোনো জায়গায় উক্ত রূপান্তর/স্থানান্তর করতে পারার মতো স্থানে রূপান্তর স্থানান্তর করলে তার কোনো দায়িত্ব আইসিআইসিআই ব্যাংকের ওপর বর্তাবে না।
- রিডেমশন অ্যাকাউন্টে প্রদত্ত পণ্য বাছাই, যোগ করা বা বাদ দেওয়াটা আইসিআইসিআই ব্যাংকের একক বিবেচনার বিষয় এবং বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষ।
- রিডেমশন ক্যাটালগ বা এ সংক্রান্ত ওয়েব পেজগুলোতে পণ্য/পরিষেবার যেসব ছবি রয়েছে, সেগুলো শুধু ইঙ্গিতবাহী মাত্র। কার্ড সদস্যকে যে পণ্য দেওয়া হয়, তার প্রস্তুতকারকের জোগানদার যদি সেই পণ্যকে প্রত্যাহার করে, বাতিল করে, বদলে দেয় বা সংশোধন করে দেয়, তাহলে তার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংকের ওপর দায় চাপানো যাবে না।
- সমস্ত পণ্য/ভাউচার/পরিষেবা যদি উপলব্ধ থাকে, তবেই রিডিম করে পাওয়া যাবে, এবং রিডিম করার সময় প্রস্তুতকারকের পক্ষ থেকে যে ওয়ারেন্টি দেওয়া হবে/ বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে, তা-ই মানতে হবে।
- পণ্য/ভাউচার/পরিষেবার মান, উপযোগিতা ও যোগ্যতার কোনো গ্যারান্টি আইসিআইসিআই ব্যাংক দেয় না এবং সেইসবের কোনো প্রতিনিধিত্বও করে না। সেগুলোতে যদি কোনোভাবে ত্রুটি পাওয়া যায়, তাহলে তার দায়

এই ব্যাংকের নয়। আইসিআইসিআই ব্যাংক এই প্রচেষ্টা করবে যে পণ্য যেন 10টি কাজের দিনের মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যায়। তবু, পণ্য ডেলিভারি হতে দেরি হলে বা ডেলিভারির সময় হারিয়ে গেলে আইসিআইসিআই ব্যাংককে দায়ী করা যাবে না। কার্ড সদস্য যে-রিওয়ার্ড পয়েন্ট অর্জন করবেন, সেগুলোর কোনো নগদ বা অর্থমূল্য নেই এবং এগুলোকে বিনিময়ের নগদ নেওয়া যাবে না।

- যেখানে এই স্কিমগুলো নিষিদ্ধ, সেখানে এবং/বা যেসব সামগ্রী/পণ্য/পরিষেবার ক্ষেত্রে উক্ত স্কিমগুলো যে কোনো কারণেই হোক না কেন, দেওয়া হয় না, সেইসব ক্ষেত্রে এগুলো পাওয়া যাবে না।
- রিডেমশন ক্যাটালগে উল্লিখিত পণ্য/পরিষেবা হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং সেগুলোর বদলে নগদ নেওয়া যাবে না।
- যে কারণেই হোক না কেন, কার্ড সদস্যকে কোনো কারণ না দেখিয়ে বা আগাম কোনো জানান না দিয়ে স্কিমগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমস্ত বা যে কোনো নিয়ম ও শর্তাবলি সামান্য পরিবর্তন করার/বদলে দেওয়ার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। যে কারণেই হোক না কেন, কার্ড সদস্যকে কোনো কারণ না দেখিয়ে বা আগাম কোনো জানান না দিয়ে স্কিমগুলো বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। এখানে এমন কোনো কথা নেই, যার মাধ্যমে এটা বোঝানো হবে যে, স্কিম অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আইসিআইসিআই ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বা তার প্রতিনিধিত্ব করছে। স্কিমগুলোর অধীনে কার্ড সদস্যকে যে পণ্য/পরিষেবা/রিওয়ার্ড দেওয়া হয় সেই সংক্রান্ত চিঠিপত্র উক্ত পণ্য/পরিষেবা/রিওয়ার্ড কার্ড সদস্যের কাছে ডেলিভারি হওয়ার 10 দিনের মধ্যে দেওয়া হয়। পণ্য/পরিষেবা/রিওয়ার্ড নিয়ে কোনো বিবাদ যদি থাকে, তাহলে তার নিস্পত্তির দাবিআইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে জানানো যাবে না।
- পণ্য/পরিষেবা/রিওয়ার্ডের ডেলিভারি স্টেটাস ট্র্যাক করা যাবে ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার 30 দিন পরে।
- প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলি সহ আরও কিছু নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে। সেগুলো প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলির বিকল্প হবে না/প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলিকে খর্ব করবে না।

এখানে যা-ই উল্লেখ করা হোক না কেন, স্কিমগুলোর পরিণতিতে উদ্ভূত বা যুক্ত, বা এই পরিণতি হিসেবে কোনো বিবাদ মুম্বাইয়ের উপযুক্ত আদালতের একান্ত এক্তিয়ারের বিচার সাপেক্ষ।

XXVI. ঘোষণা

কার্ড সদস্য একথা মেনে নেন এবং এই কর্তৃত্ব প্রদান করেন যে আইসিআইসিআই ব্যাংক, তার গ্রুপ কোম্পানি তাঁর আবেদন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, ডেটা বা নথি অন্যান্য আইসিআইসিআই গ্রুপ কোম্পানি/ ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ ক্রেডিট ব্যুরো/ এজেন্সি/ নিয়ামক কর্তৃপক্ষ / বিধিবদ্ধ সংস্থা/ কর কর্তৃপক্ষ / কেন্দ্রীয় তথ্য ব্যুরো/ এমন কোনো অন্য ব্যক্তিদের দিতে পারে, যদি আইসিআইসিআই ব্যাংক তার গ্রুপ কোম্পানির এটা প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত মনে হয় যে, উক্ত তথ্য / ডেটা তেমন কোনো ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত বা প্রক্রিয়াকৃত হওয়ার দরকার আছে বা তেমন কোনো ব্যক্তির কাছে নিবন্ধ-ভুক্ত অন্যান্য ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ ক্রেডিট প্রদানকারী/ ইউজারের কাছে সেই প্রক্রিয়াকৃত তথ্য / ডেটা/ প্রডাক্ট দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এসব তথ্য ব্যবহৃত হলে তার দায় আইসিআইসিআই ব্যাংক / তার গ্রুপ কোম্পানির নয়।

কার্ড সদস্য যদি বকেয়া কোনো আর্থিক সহায়তা/ সুবিধা/ আর্থিক / ক্রেডিট সুবিধা বা সুদ চার্জের আসল অঙ্ক পরিশোধ না করেন, তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাংক ও/ বা তার ফলে অবাধ অধিকারে ওই খেলাপির বিবরণ এবং কার্ড সদস্য বা তাঁর অধিকর্তা/অংশীদার/ পরিপূরক কার্ডধারকের নাম, প্রযোজ্য অনুযায়ী, খেলাপি হিসেবে এমন উপায়ে এবং এমন মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে, যা আইসিআইসিআই ব্যাংক বা RBI-এর উপযুক্ত মনে হয়। কার্ড সদস্যের ক্রেডিট-এর ইতিহাস/ শোধের রেকর্ড ও/বা বকেয়ার স্থিতি পার হয়ে যাওয়া দিন সংক্রান্ত তথ্য ক্রেডিট ইনফর্মেশন কোম্পানিজ (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, 2005 অনুযায়ী স্টেটমেন্টের মাধ্যমে ক্রেডিট তথ্য ব্যুরোকে (নির্দিষ্টভাবে RBI দ্বারা অনুমোদিত) আইসিআইসিআই ব্যাংক জানিয়ে দেবে। কার্ড সদস্যের ক্রেডিট যোগ্যতা নিয়ে বিরূপ কোনো রিপোর্ট না-থাকলে ক্রেডিট কার্ডের আবেদন গ্রহণ করা হয়। কার্ড অ্যাকাউন্টে অপরাধমূলক কিছু ঘটলে বা কার্ডের মাধ্যমে বা অন্যথায় কার্ড সদস্যের ক্রেডিট সুবিধা প্রত্যাহার করা হলে তার রিপোর্ট অন্যান্য ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থাকে আইসিআইসিআই ব্যাংক বাদ দিতে পারে। বিরূপ কোনো রিপোর্ট পাওয়া গেলে (কার্ড সদস্য বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের ক্রেডিট যোগ্যতার ব্যাপারে) আইসিআইসিআই ব্যাংক হয়তো লিখিতভাবে আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার 15 দিন পর ক্রেডিট কার্ড বাতিল করতে পারে। ওই সময় কার্ড অ্যাকাউন্টে যে অনাদায়ী বকেয়া থাকবে তার পুরোটা, সেইসঙ্গে কার্ড ব্যবহার হওয়ার ফলে অতিরিক্ত কোনো চার্জ বসে থাকলে সেটাও, কার্ড অ্যাকাউন্টের বিল তখনও পর্যন্ত কাটা না-হলেও, সঙ্গে সঙ্গে কার্ড সদস্য পরিশোধ করবেন। আইসিআইসিআই ব্যাংক কার্ড সদস্যকে সেই ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থার নাম জানাতে বাধ্য নয়, যেখান থেকে তারা তথ্য পেয়েছেন বা যাদের তথ্য দিয়েছে।

আবেদনের ফর্ম, তার সঙ্গে জমা হওয়া নথিপত্র, সঙ্গে ছবি নিজের কাছে রেখে দেওয়ার এবং সেগুলো ফেরত না-দেওয়ার অধিকার আছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের/গ্রুপ কোম্পানির।

XXVII. ঋণ বরাদ্দ

আইসিআইসিআই ব্যাংকের এই অধিকার আছে যে, তারা ক্রেডিট কার্ডের অনাদায়ী মূল্য ও বকেয়ার পুরো বা তার অংশ যেকোনো ভাবে নিজের পছন্দের যে কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে স্থানান্তর, বরাদ্দ ও বিক্রি করে দিতে পারে, এবং কার্ড সদস্যদের কাছে এর কোনো উল্লেখ করবে না এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবগতও করবে না। এইসব বিক্রি, বরাদ্দ বা স্থানান্তর যা-ই হোক না কেন, কার্ড সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। অনাদায়ী মূল্য ও বকেয়া বরাদ্দ, বিক্রি বা স্থানান্তর করার জন্য যা ব্যয় ও খরচ হবে, তা বহন করতে কার্ড সদস্য বাধ্য থাকবেন।

XXVIII. বিবিধ

আইসিআইসিআই ব্যাংকের ক্রেডিট মান অনুযায়ী যে কার্ড সদস্যের অ্যাকাউন্ট বেশ ভালোভাবে চলছে, তাঁকে নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা, সদস্যতা ও পরিষেবা দেওয়ার অধিকার আছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। তারা যে ফি ও নিয়ম ও শর্তাবলি উপযুক্ত মনে করে সেই অনুযায়ী সেগুলো দেবে। কার্ড সদস্যের কাছে আগাম কোনো বিজ্ঞপ্তি না-পাঠিয়ে এবং তার প্রতি বাধিত না-থেকে আইসিআইসিআই ব্যাংক যে কোনো সময় ফি মকুব বা হ্রাস করার বা উচ্চ সুবিধা প্রত্যাহার করার অধিকার সাব্যস্ত করতে পারে। এইসব নিয়ম ও শর্তাবলি লঙ্ঘন করলে সদস্যতার পরিসমাপ্তি হলে উক্ত সুবিধা ও পরিষেবারও নিজে নিজে পরিসমাপ্তি ঘটবে। আইসিআইসিআই ব্যাংক, বা বণিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো তৃতীয় পক্ষের দিক থেকে উক্ত সুবিধা, সদস্যতা বা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা কিছু লঙ্ঘন হলে, বা তার ফলে সেগুলো কাজ করা না-হলে কার্ড সদস্যের কাছে কোনোভাবেই আইসিআইসিআই ব্যাংক বাধিত থাকবে না। কার্ড সদস্য আবেদন জমা দেওয়ার সময় এবং সমীক্ষা চলার সময় যে তথ্য দেন, সেইসব তথ্য, বাহ্যিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সেইসঙ্গে উপভোক্তা সংক্রান্ত রিপোর্টকে আইসিআইসিআই ব্যাংক/অধিভুক্তের দ্বারা চালানো বিপণন ক্রিয়াকলাপে ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। মেলিং লিস্ট তৈরি করার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক এই তথ্য ব্যবহার করতে পারে, যে লিস্ট সেইসব কোম্পানি ব্যবহার করতে পারে, যাদের সঙ্গে কাজ করে আইসিআইসিআই ব্যাংক কার্ড সদস্যদের জন্য বিপণনন সংক্রান্ত অফার তৈরি করবে। কার্ডের পলিসি, ফিচার ও তার মধ্যে থাকা সুযোগ-সুবিধাকে সময়ে সময়ে সংশোধন করার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের, এবং তারা যে উপায়কে উপযুক্ত মনে করবে, সেই উপায়ে কার্ড সদস্যকে উক্ত যে কোনো সংশোধন/পরিবর্তনের কথা জানাতে পারে। সংশোধন/পরিবর্তন যে তারিখে করা হবে, তার আগে কার্ড বাতিলের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে কার্ড সদস্য যদি কার্ড ফেরত না দেন তাহলে কার্ড সদস্য সেই সব সংশোধন/পরিবর্তন মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

কার্ড সদস্যের কার্ড অ্যাকাউন্টে যেসব লেনদেনের রেকর্ড থাকবে তার যাবতীয় বিবরণ দেওয়া যাবে ক্রেডিট রেফারেন্স এজেন্সি, ঋণদাতা ও/বা অন্যান্য এজেন্সিকে। এর উদ্দেশ্য হল, কার্ড সদস্য ও/বা তাঁর পরিবারের সদস্য ক্রেডিটের জন্য পরবর্তীতে আবেদন জানালে, তার মূল্যায়ন করা, এবং প্রতারণাকে প্রতিরোধ করা। ঋণের ভারসাম্য বিধান করার সাধারণ অধিকার এবং আইনের দ্বারা বা অন্য যে কোনো সরকারের অধীনে প্রদত্ত অধিকার সহ আইসিআইসিআই ব্যাংক কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইসিআইসিআই ব্যাংক ও তার গ্রুপ কোম্পানিগুলোতে কার্ড সদস্যের বা অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে/অ্যাকাউন্টগুলোতে কার্ড অ্যাকাউন্টে থাকা ব্যালেন্সকে একত্রিত বা একীভূত করতে পারে, এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকে কার্ড অ্যাকাউন্ট থাকার দরুন কার্ড সদস্যের বাধিত থাকার প্রতিবিধানে বা সেই অনুযায়ী উক্ত অন্যান্য অ্যাকাউন্টে থাকা ক্রেডিটের ভারসাম্য বিধান করবে বা টাকা স্থানান্তর করবে। কার্ড সদস্যের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার ইমেল আইডি পরিবর্তন হলে সেটা তিনি যেন আইসিআইসিআই ব্যাংককে জানিয়ে দেন। তা জানাতে হবে কার্ডের জন্য আবেদন জানানোর ফর্মে উল্লেখ অনুযায়ী। কার্ড সদস্যের ঠিকানায় কোনো পরিবর্তনের কথা আইসিআইসিআই ব্যাংকের নজরে এলে সেই পরিবর্তিত ঠিকানা নিজের রেকর্ডে রাখার অধিকার রয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। কার্ড সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার মতো সঠিক ঠিকানা আইসিআইসিআই

ব্যাংককে জানানোর দায়িত্ব একমাত্র কার্ড সদস্যের। ভুল ঠিকানার জন্য কার্ড সদস্যের কোনো ক্ষতি হলে বা তার জন্য কোনোভাবে দায়ী হতে হলে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের যাবতীয় দায়বদ্ধতা অস্বীকার করবে।

কার্ড সদস্য যেসব সুবিধা/পরিষেবা গ্রহণ করবেন, সেই সবের নিয়ম ও শর্তাবলি সময়ে সময়ে নির্ধারণ করে দিতে পারে আইসিআইসিআই ব্যাংক বা তার অধিভুক্ত, এবং কার্ড সদস্যকে সেগুলো মেনে চলতে হবে। দূরবর্তী লেনদেন করার জন্য ইন্টারনেট, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারচেঞ্জ, কল সেন্টার, টেলিসার্ভিস অপারেশন (ভয়েস, ভিডিও, ডেটা বা এগুলো যৌথভাবে হোক না-কেন) সহ বিভিন্ন সুবিধার মাধ্যমে বা দ্বারা, অথবা ইলেকট্রনিক, কম্পিউটার, অটোমেটেড মেশিন নেটওয়ার্ক, অথবা আইসিআইসিআই ব্যাংক বা তার অধিভুক্তের দ্বারা বা তাদের হয়ে স্থাপিত টেলি যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে হওয়া সমস্ত লেনদেনকেই আইনি বাধ্যবাধকতায় হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে এবং বৈধ লেনদেন বলেও মনে করা হবে, যদি তা তেমন সুবিধা/পরিষেবার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক তার অধিভুক্তের দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলি অনুযায়ী হয়ে থাকে। এই নিয়ম ও শর্তাবলি সময়ে সময়ে নির্ধারিত হতে পারে।

বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে ভারসাম্য বিধানের ক্ষেত্রে কোনো দায়কে একটা মুদ্রা থেকে আরেক মুদ্রায় পরিবর্তিত করতে হলে তা করতে হবে আইসিআইসিআই ব্যাংক ও/বা তার গ্রুপ কোম্পানির একক বিবেচনায় নির্ধারিত হারে।

XXIX বিবাদ নিষ্পত্তি

1. স্বয়ংক্রিয় বিবাদ নিষ্পত্তি : কার্ডধারকের অভিযোগ, দাবি, বিবাদ বা অভাব-অভিযোগের (এগুলোকে একসঙ্গে অভাব-অভিযোগ বলা হবে) কোনো বাস্তবতা থাকার ফলে সেগুলোর বৈধতা সম্পর্কে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রাসঙ্গিক রেকর্ড পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেলে (বা না-হওয়া গেলে), সেইভাবে নিশ্চিত হওয়ার কাজ করা হবে এবং উক্ত অভাব-অভিযোগ (সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে) সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সেগুলোকে গ্রহণ করা হল না বর্জন করা হল, তা যথাযথভাবে ভুক্তভোগী কার্ডধারককে জানিয়ে দিতে হবে। অভাব-অভিযোগকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বৈধ বলে গ্রহণ করা হলে আইসিআইসিআই ব্যাংক সঠিকভাবে ভুক্তভোগী কার্ডধারকের অভাব-অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে।
2. অভ্যন্তরীণ অভাব-অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া : উল্লিখিত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কোনো অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তি না-হয়ে থাকলে সেগুলো, বা উল্লিখিত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও তা নিয়ে কার্ডধারক সন্তুষ্ট না-হলে সেগুলো, বা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি কার্যকর হওয়ার আগে উদ্ভূত অভাব-অভিযোগকে এবং www.icicibank.com-এ উপলব্ধ কাস্টমার গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল পলিসি অনুযায়ী উত্থাপন করা যায় এমন অভিযোগ উক্ত নীতি অনুযায়ী প্রতিকারের জন্য পেশ করা যেতে পারে, এই নীতি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে থাকে।
3. অনলাইনে বিবাদ নিষ্পত্তি : অভাব-অভিযোগ (নীচে যে ব্যতিক্রমের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, তার সাপেক্ষে), কোনো দাবি বা ব্যাংক গ্রহণ করতে পারে এমন পদক্ষেপ (এগুলোকে একসঙ্গে 'দাবি' বলা হয়) এবং অন্যান্য যে কোনো দাবি বা বিবাদ যা-ই থাকুক না কেন (চুক্তির ফলে হোক বা ক্ষতির ফলে বা অন্যথায়) সেইসব এই নিয়ম ও

শর্তাবলিতে বা এই সবের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে উদ্ভূত হলে, সেইসঙ্গে এইসব নিয়মের অধীনে গঠন, অর্থ, অস্তিত্ব, বৈধতা, লঙ্ঘন, রদ, উদ্ধার বা পরিসমাপ্তি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠলে, সেগুলোকে নিষ্পত্তির জন্য পেশ করা যাবে মধ্যস্থতা বা সমঝোতার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যে-প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে অনলাইনে বিবাদ নিষ্পত্তির স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান Sama-র প্রযোজ্য মধ্যস্থতা ও সমঝোতার নিয়ম অনুযায়ী।

মধ্যস্থতা ও সমঝোতা প্রক্রিয়ায় যদি Sama নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বা <21> দিনের মধ্যে (যেটা আগে হয়) অভাব-অভিযোগ বা দাবি নিষ্পত্তি না-হলে সেই অভাব-অভিযোগ বা দাবিকে Sama-র প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী, এবং সালিশি ও সমঝোতা আইন, 1996 মতে সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য গ্রহণ করা হবে। অনলাইনে Sama এই ধরনের সালিশি আয়োজন (সাক্ষ্য রেকর্ড বা নথিপত্র পেশ করা হসহ), সম্পন্ন ও পরিচালনা করবে তাদের ওয়েবসাইট/প্ল্যাটফর্ম www.sama.live বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। সালিশি বিচার সভায় থাকবেন একজন স্বতন্ত্র ও একক সালিশি-কর্তা। যাঁকে নিযুক্ত করা হবে Sama-র প্রযোজ্য সালিশি নিয়ম অনুসারে। সালিশি সভা বসবে মুম্বাইতে। সালিশি যে আইনে চালানো হবে, তা হবে Sama-র নিয়ম।

4. উল্লিখিত অনলাইনে বিবাদ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে প্রযোজ্য হবে না :

a) বিধিবদ্ধ, নিয়ামক ও সরকারি কর্তৃপক্ষের থেকে প্রাপ্ত যে কোনো অভাব-অভিযোগ। বিধিবদ্ধ, নিয়ামক ও সরকারি কর্তৃপক্ষের থেকে প্রাপ্ত অভাব-অভিযোগের ক্ষেত্রে আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাজ হবে সেই পদ্ধতি ও উপায়ে প্রতিকার করার ও প্রতিক্রিয়া জানানোর যা ঠিক করে দেবেন ওই কর্তৃপক্ষ।

b) যেসব অভাব-অভিযোগ নির্ভর করবে তৃতীয় পক্ষের ওপর - একমাত্র তৃতীয় পক্ষের/পক্ষদের থেকে তথ্য ও স্পষ্টীকরণ পাওয়ার পরই অভাব-অভিযোগকে/অভাব-অভিযোগগুলোকে পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সেগুলোর প্রতিকার করতে সক্ষম হবে আইসিআইসিআই ব্যাংক।

c) উল্লিখিত স্বয়ংক্রিয় বিবাদ নিষ্পত্তির অধীনে, বা ব্যাংকের গ্রাহকের অভাব-অভিযোগ প্রতিকার নীতি অনুযায়ী যেসব অভাব-অভিযোগ অমীমাংসিত হয়ে থাকে।

XXX. এই নিয়ম ও শর্তাবলি পরিবর্তন

কার্ডের যে কোনো নিয়ম ও শর্তাবলি, ফিচার ও সুযোগ-সুবিধাকে, এবং বর্তমান ব্যালেন্স, সুদের চার্জ বা হার ও গণনার পদ্ধতি সহ আরও অনেক কিছুই যে কোনো সময় সংশোধন বা সেই সবের পরিপূরক আইসিআইসিআই ব্যাংক তৈরি করতে পারে নিজের একান্ত বিবেচনায়। কার্ডের সমস্ত রাশি সম্পূর্ণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সংশোধিত নিয়ম ও শর্তাবলিতে যেসব চার্জ ও দায় ধরা হবে, সেগুলো শোধ করতে কার্ড সদস্য দায়বদ্ধ থাকবে। সংশোধিত নিয়মগুলো আইসিআইসিআই ব্যাংক ইনফিনিটিতে প্রকাশ করে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে জানাতে পারে। কার্ড সদস্যের দায়িত্ব হবে নিয়ম ও শর্তাবলি এবং ইনফিনিটিতে প্রকাশিত সেগুলোর সংশোধন নিয়মিত পর্যালোচনা করা, এবং তার পরেও কার্ড সদস্য নিজের কার্ড ব্যবহার করতে থাকলে এটা ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি সংশোধিত নিয়মগুলো মেনে নিয়েছেন। নিয়ম ও শর্তাবলিতে কোনো পরিবর্তন হলে সেগুলো বাস্তবায়িত

হওয়ার এক মাস আগে উল্লিখিত উপায়ে কার্ড সদস্যকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

XXXI. বিজ্ঞপ্তি

এই নিয়ম ও শর্তাবলির অধীনে এবং এর সঙ্গে যুক্ত, সেই সঙ্গে কার্ড সদস্যের থেকে প্রাপ্য সমস্ত বকেয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য বার্তা লিখিতভাবে দেওয়া হবে আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড, আইসিআইসিআই ফোন ব্যাংকিং সেন্টার, আইসিআইসিআই ব্যাংক টাওয়ার, 7 তলা, সার্ভে নং : 115/27, প্লট নং. 12, নানাক্রমগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লি, হায়দরাবাদ-500032, ভারত এবং যদি না অন্যথা জানানো হয় চিঠি বা ফ্যাক্সিমিলি দ্বারা। উক্ত যে কোনো বিজ্ঞপ্তি ও বার্তাকে কার্যকর বলে ধরা নেওয়া হবে : (i) যদি চিঠি পাঠিয়ে জানানো হয়, বা কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে বা ডাক মারফত পাঠানো হয়েছে, যা প্রত্যাহার করা প্রেরকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এবং (ii) যদি ফ্যাক্সিমিলি করে পাঠানো হয়, যখন পাঠানো হয় (সঠিক ফ্যাক্সিমিলি নম্বরে পৌঁছনোর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলে)। অবশ্য দেখতে হবে, আইসিআইসিআই ব্যাংকে পাঠানো কোনো বিজ্ঞপ্তি বা বার্তাকে কার্যকর করা হবে না, যদি না তা প্রকৃতই আইসিআই ব্যাংক পায় বা গ্রহণ করে। বিজ্ঞপ্তি বা বার্তা পাঠানো যেতে পারে : (i) কার্ড সদস্যের ঠিকানায় বা আইসিআইসিআই ব্যাংকের রেকর্ডে থাকা ফ্যাক্সিমিলি নম্বরে এবং যেখানে বিজ্ঞপ্তি /বার্তা পাঠাতে হয় (যা আবেদন ফর্মে উল্লেখ করা আছে), এবং (ii) আইসিআইসিআই ব্যাংকের জোনাল/আঞ্চলিক/ শাখা/ কার্যালয়ের ঠিকানায় বা ফ্যাক্সিমিলি নম্বরে (আবেদন ফর্মে যার উল্লেখ আছে), বা এমন কোনো ঠিকানায় বা ফ্যাক্সিমিলি নম্বরে যা কার্ড সদস্য ও আইসিআইসিআই ব্যাংক পরস্পরকে লিখিতভাবে জানিয়েছে। কার্ড সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার মতো ঠিকানা বা অন্য কোনো মাধ্যম বদলে যাওয়ার পরও কার্ড সদস্য যদি তা লিখিতভাবে আইসিআইসিআই ব্যাংককে না-জানান, তাহলে কার্ড সদস্য আবেদন পত্রে বা সর্বশেষ যে ঠিকানা বা যোগাযোগের মাধ্যম উল্লেখ করেছেন, সেটাকেই ঠিক বলে ধরে নেওয়া হবে এবং সেখানেই বিজ্ঞপ্তি বা বার্তা পাঠানো উপযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হবে। প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি বা বার্তা কার্ড সদস্যের কাছে ‘পৌঁছে দেওয়া না-গেলে’, সেটা ফের আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছে ফিরে আসুক বা না-আসুক, আবেদন পত্রে থাকা বা সর্বশেষ ঠিকানাকেই সঠিক বলে ধরা হবে। কার্ড সদস্যের বাসস্থান বা কর্মস্থানের অঞ্চলে উপলব্ধ সংবাদপত্রে যদি কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, তাহলে তা প্রকাশ হওয়ার তারিখ থেকেই ধরে নেওয়া হবে যে কার্ড সদস্য বিজ্ঞপ্তি পেয়ে গেছেন। অবশ্য দেখতে হবে, আইসিআইসিআই ব্যাংকের স্বীকৃতি যদি না থাকে, তাহলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিকে আইসিআইসিআই ব্যাংকের বলে ধরা যাবে না।

XXXII. গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট কার্ডের নিয়ম

যে কার্ড সদস্য গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করছেন, শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই এই নিয়ম (নিয়মাবলি) প্রযোজ্য। এই নিয়ম ও শর্তাবলি মেনে চলতে হবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলির (‘নিয়ম ও শর্তাবলি) সঙ্গে। এই নিয়মাবলি এবং নিয়ম ও শর্তাবলির মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে, এই নিয়মাবলিই বহাল থাকবে। গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট কার্ড দিয়ে টাকা তোলা যাবে না। গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট কার্ডে কোনো নগদ সীমা দেওয়া হয় না। কার্ড সদস্যের কাজ হবে বকেয়া পরিশোধের নির্ধারিত তারিখে মোট বকেয়া রাশি আইসিআইসিআই ব্যাংকে পরিশোধ করা। গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট কার্ডে MAD পরিশোধ করার কোনো সুবিধা দেওয়া হয় না। গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট

কার্ডে পরিশোধ করা যাবে শুধুমাত্র ECS পদ্ধতিতে।

XXXIII. ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের নিয়ম

আইসিআইসিআই ব্যাংক প্রদত্ত ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের সুবিধার প্রতিবিধানে এই নিয়ম ও শর্তাবলি ('নিয়মাবলি') প্রযোজ্য হবে এবং সেই প্রতিবিধানকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই নিয়ম ও শর্তাবলি আইসিআইসিআই ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের সুবিধাকে পরিচালিত করা নিয়ম ও শর্তাবলি, আইসিআইসিআই ব্যাংকের ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবাকে পরিচালিত করার নিয়ম ও শর্তাবলি, আইসিআইসিআই ব্যাংকের সেভিং অ্যাকাউন্টের নিয়ম ও শর্তাবলি ('গোপনীয়তার নিয়মাবলি')-র সঙ্গে যুক্ত, এগুলোকে খর্ব করে না। এই নিয়মাবলি ও গোপনীয়তার নিয়মাবলির মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে এই নিয়মাবলিই বহাল থাকবে। ব্যবহৃত হয়েছে অথচ এখানে বর্ণিত হয়নি এমন যাবতীয় মূলধনী নিয়মাবলির সংশ্লিষ্ট অর্থকেই গোপনীয়তার নিয়মাবলিতে ধরা হবে।

'অ্যাকাউন্ট' বলতে বোঝাবে অ্যাকাউন্টের সেই সংজ্ঞাকে, যা বর্ণিত হয়েছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবাকে পরিচালিত করা নিয়ম ও শর্তাবলি এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকের সেভিং অ্যাকাউন্টের নিয়ম ও শর্তাবলির অর্থের মধ্যে এবং সেগুলোতে সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

'ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড' বলতে বোঝাবে প্রধান কার্ড সদস্যকে তাঁর বর্তমান কার্ড অ্যাকাউন্টের সঙ্গে দেওয়া অতিরিক্ত ক্রেডিট কার্ডকে। এই অ্যাড অন ক্রেডিট কার্ডকে ইলেকট্রনিক ইমেজ হিসাবে তৈরি ও স্টোর করা হবে প্রধান কার্ড সদস্যের অ্যাকাউন্টের লগ ইন হয়ে থাকা সেকশনে। ভার্চুয়াল কার্ড হিসাবে প্লাস্টিকের কোনো ফিজিক্যাল কার্ড দেওয়া হবে নাআ।

'ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড সদস্য '-এর অর্থ প্রধান কার্ড সদস্য, যাঁকে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে অ্যাড-অন ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়েছে, যা প্রধান নিয়মাবলি ও নিয়মাবলি সাপেক্ষ।

ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পেতে প্রধান কার্ড সদস্য যদি আবেদন জানান এবং তা পেতে রাজি হন, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি এখানে নিম্নলিখিত নিয়মাবলিতে সম্মত হয়েছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন। আইসিআইসিআই ব্যাংক প্রদত্ত ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের জন্য প্রধান কার্ড সদস্য আবেদন জানাবেন আইসিআইসিআই ব্যাংকের লগ ইন হয়ে থাকা সেকশনের মাধ্যমে বা সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক দ্বারা উল্লিখিত অন্যান্য উপায়ে। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে প্রধান কার্ড সদস্য নিজের পছন্দের ক্রেডিট সীমায় অনলাইনে লেনদেন করতে পারবেন। অবশ্য, কোনো অবস্থাতেই তাঁর ক্রেডিট কার্ডে যে কোনো সময়ে থাকা ক্রেডিট সীমাকে পার করতে দেবেন না।

ভার্চুয়াল কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করা হলে, তার বিবরণ দেওয়া থাকবে স্টেটমেন্টে। এর জন্য প্রধান কার্ড সদস্যের কাছে আলাদা করে কোনো স্টেটমেন্ট পাঠানো হবে না। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের নীচে যে-লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেটাতে ক্লিক করে প্রধান কার্ড সদস্য বর্তমান ও পূর্বের স্টেটমেন্ট /স্টেটমেন্টগুলোও দেখে নিতে পারবেন। প্রধান কার্ড ও ভার্চুয়াল কার্ড ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করার ফলে যা খরচ হবে, তা একবারেই পরিশোধ করবেন কার্ড সদস্য। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের মূল বিবরণগুলো, যেমন কার্ডের নম্বর, ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ, CVV ইত্যাদি দেখা যাবে শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টের লগ ইন হয়ে থাকা সেকশনে উপলব্ধ ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড সেকশনে। প্রধান

ক্রেডিট কার্ডে যে ক্রেডিট সীমা থাকবে, সেটাই থাকবে ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডেও। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডকে হট লিস্টিং /ব্লক করা যাবে অ্যাকাউন্টের লগ ইন হয়ে থাকা সেকশনে উপলব্ধ ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড সেকশনে উপলব্ধ প্রাসঙ্গিক বিকল্পে ক্লিক করে। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড সদস্য যদি অ্যাকাউন্ট/অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করে দেন, তাহলেও ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের সুবিধাগুলো থেকে যাবে।

ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডকে শুধুমাত্র অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রেই করা যাবে। প্রধান কার্ড সদস্য জানেন যে, অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কোনো কেনাকাটা করার সময় প্রধান কার্ড সদস্যকে কোনো চার্জ স্লিপে স্বাক্ষর করতে হবে না। তাই, কার্ড সদস্য এ-ও মেনে নেন যে কোনো কারণে উক্ত কেনাকাটা বা চার্জের সত্যতা বা বৈধতা নিয়ে কোনো বিবাদ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও সমস্ত অনাদায়ী বকেয়া আইসিআইসিআই ব্যাংকে কার্ড সদস্যকে পরিশোধ করতেই হবে। কোনো অবস্থাতেই আইসিআইসিআই ব্যাংককে দায়ী করা /দায় চাপানো যাবে না। কোনো বণিক যদি ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট অস্বীকার করে, তাহলে তার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংককে দায়ী করা যাবে না। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড সদস্য যাতে অনলাইনে পেমেন্ট করার সুবিধা পেতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা দেওয়া হয়। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড সদস্য যে লেনদেন করবেন, তার মান, সুরক্ষা বা আইনি বৈধতা নিয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেয় না ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড।

ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা মানেই এর নিয়ম ও শর্তাবলিকে মেনে নেওয়া বলে ধরে নেওয়া হবে। ভার্চুয়াল কার্ড সদস্যকে এই নিয়ম ও শর্তাবলির প্রতি বাধ্য/দায়বদ্ধ /অধীন থাকতে হবে। তিনি ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে সমস্ত বকেয়া চার্জ ও প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করবেন। ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা হল একটা বিশেষ সুবিধা। এটা সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংক নির্ধারিত ফি /হারে পাওয়া যায়।

XXXIV. ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ডের নিয়ম

1. এই নিয়ম ও শর্তাবলি (‘নিয়মাবলি’) প্রযোজ্য হবে আইসিআইসিআই ব্যাংক প্রদত্ত ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণও করবে। তা আইসিআইসিআই ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের সুবিধাকে পরিচালনা করা নিয়ম ও শর্তাবলি এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিটকে পরিচালিত করা নিয়ম ও শর্তাবলি (‘প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলি’)-র, যা www.icicibank. Com-এ উপলব্ধ, সঙ্গে যুক্ত, এবং এগুলোকে খর্ব করে না। এই নিয়মাবলি ও প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলির মধ্যে কোনো অসামাঞ্জস্য দেখা দিলে এই নিয়মাবলিই বহাল থাকবে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অথচ বর্ণিত হয়নি এমন যাবতীয় মূলধনী নিয়মাবলির সংশ্লিষ্ট অর্থকেই প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলিতেও ধরা হবে।
2. ‘কার্ডধারক’ মানে, যে-ব্যক্তির আইসিআইসিআই ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট আছে/ যিনি আইসিআই ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট রাখেন, এবং যিনিআইসিআইসিআই ব্যাংকের ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করেন এবং তাঁকে ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়, যা প্রধান নিয়ম ও শর্তাবলি এবং এখানে উল্লিখিত নিয়মাবলি সাপেক্ষ। ‘ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ড’ বলতে বোঝাবে, আইসিআইসিআই ব্যাংকের কার্ডধারকের ফিক্সড ডিপোজিট থাকার ভিত্তিতে কার্ডধারককে আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে দেওয়া আইসিআইসিআই ব্যাংক ইনস্ট্যান্ট

ক্রেডিট কার্ডকে।

3. আইসিআইসিআই ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার জন্য কার্ডধারককে আইসিআইসিআই ব্যাংকে ন্যূনতম 10,000/- টাকার ফিক্সড ডিপোজিট চালিয়ে যেতে হবে/রাখতে হবে।
4. ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ডের ক্রেডিট সীমা হবে ফিক্সড ডিপোজিট থাকা রাশির পঁচাশি শতাংশ (85%), যা সর্বনিম্ন 8,500/- টাকা এবং সর্বোচ্চ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট সীমা সাপেক্ষ। সময়ে সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাংকের একক বিবেচনায় উক্ত ক্রেডিট সীমা পরিবর্তন সাপেক্ষ। সে কথা কার্ডধারককে জানিয়ে দেওয়া হবে সেই পদ্ধতি ও উপায়ে আইসিআইসিআই ব্যাংকের উপযুক্ত বলে মনে হবে।
5. আইসিআইসিআই ব্যাংক সময়ে সময়ে যে পদ্ধতি উল্লেখ করবে এবং প্রাসঙ্গিক যেসব নথিপত্র জমা দেওয়া রকথা উল্লেখ করবে, সেই অনুযায়ী ফিক্সড ডিপোজিট রাখতে হবে কার্ডধারককে। কার্ডধারককে ফিক্সড ডিপোজিট রাখতে হবে শুধুমাত্র আইসিআইসিআই ব্যাংকের শাখায় বা অন্য কোনো বিকল্প মাধ্যমে, সময়ে সময়ে যার সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দেবে আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায়। ফিক্সড ডিপোজিট যদি খোলা হয়, তাহলে তা খুলতে হবে শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয় নবীকরণ পদ্ধতিতে। কার্ডধারকের /আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্ড বাতিল করা হলে, ইনস্ট্যান্ট কার্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকা ফিক্সড ডিপোজিট চলতে থাকবে সেই নির্দেশে, যা ফিক্সড ডিপোজিট রাখার সময় কার্ডধারক বলে দিয়ে থাকবেন।
6. ইনস্ট্যান্ট কার্ড জারি করে আইসিআইসিআই ব্যাংক কার্ডধারকের রাখা ফিক্সড ডিপোজিটের পুরো রাশির ওপর, সেইসঙ্গে ইনস্ট্যান্ট কার্ডের পরিসমাপ্তি বা ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর হওয়া পর্যন্ত, যেটাই হোক না কেন, কার্ডধারক যা সুদ পাবেন, সেই সুদের পরিমামের ওপর একটা পূর্বস্বত্ব চিহ্নিত করে রাখবে।
7. আবেদক ব্যক্তির যদি আইসিআইসিআই ব্যাংকে কোনো ফিক্সড ডিপোজিট থেকে থাকে, তাহলে সেই ফিক্সড ডিপোজিটকে কার্ডধারকের ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং ফিক্সড ডিপোজিটকে সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় নবীকরণ পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হবে। ফিক্সড ডিপোজিটের স্বয়ংক্রিয় নবীকরণের সময় সুদের যে হার চালু থাকবে, সেটাই উক্ত ফিক্সড ডিপোজিট রাশির ওপর প্রযোজ্য হবে।
8. ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ডের সঙ্গে যুক্ত ফিক্সড ডিপোজিটের কোনো অংশ ভুলতে পারবেন না কার্ডধারক।
9. HUF অংশীদারী ফার্ম, অ-প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ফিক্সড ডিপোজিট খুললে /রাখলে বা তারা আবেদক /আবেদকদের সঙ্গে যৌথভাবে খুললে, ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার বিশেষ অধিকার লাভ করবেন না। যেসব ফিক্সড ডিপোজিট শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির নামে রয়েছে, শুধু সেগুলোতেই ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যাবে।
10. ফিক্সড ডিপোজিটের সুবিধার ক্ষেত্রে নমিনি রাখার সুবিধা থাকবে।
11. ফিক্সড ডিপোজিট বা ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ডকে সমাপ্ত/প্রত্যাহার/বাতিল করা হলে, বা ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ডে অনাদায়ী রাশি বকেয়া জমা দেওয়ার শেষ তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে কার্ডধারক পরিশোধ করতে না পারলে, বা যে কোনো সময় ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ডের অনাদায়ী রাশি, সেইসঙ্গে কোনো ফি, চার্জ বা নিয়মাবলি অনুযায়ী আইসিআইসিআই ব্যাংকের দ্বারা আরোপ হওয়া কোনো রাশি একসঙ্গে মিলে ফিক্সড ডিপোজিট রাশির 95%-এর

বেশি হয়ে গেলে, ফিক্সড ডিপোজিটের পুরো রাশিকে সেইসঙ্গে তার ওপর ক্রমে বেড়ে থাকা সুদকে লিক্যুইডেট করার এবং ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ড বাবদ আইসিআইসিআই ব্যাংককে প্রদেয় অনাদায়ী রাশির সঙ্গে উক্ত রাশির পরিমাণের ভারসাম্য বিধান করার অধিকার আছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। উল্লিখিত কর্তনের পর যা ব্যালেন্স থাকবে, তা ফেরত দেওয়া হবে কার্ডধারককে।

12. InstaSave ফিক্সড ডিপোজিটকে পরিচালিত করা নিয়ম ও শর্তাবলির মতে, যে কার্ডধারক ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (OTP) ভিত্তিক e-KYC (ইলেকট্রনিক Know Your Customer) যাচাই করানোর মাধ্যমে InstaSave ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খোলেন, তাঁরা যে কোনো কারণেই হোক না কেন, InstaSave ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট ও সেভিং অ্যাকাউন্ট খোলার 1 (এক) বছরের মধ্যে ফিজিক্যাল KYC যাচাই না-করান বা গ্রাহক হিসাবে নিয়ম পালন নাকরেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট সেভিংস ও InstaSave অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, InstaSave ফিক্সড ডিপোজিট থাকার ভিত্তিতে কার্ডধারক যে ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে রেখেছেন, সেটাও উল্লিখিত কারণে বন্ধ হয়ে যাবে। এবং উক্ত InstaSave ফিক্সড ডিপোজিট যে পূর্বস্বত্ব চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল, সেটাও সরিয়ে ফেলা হবে। অবশ্য, এখানে বা অন্য কোনো নথিপত্রে যা-ই থাকুক না কেন, উল্লিখিত ক্ষেত্রে, ফিক্সড ডিপোজিটের পুরো রাশিকে সেইসঙ্গে তার ওপর ক্রমে বেড়ে থাকা সুদকে লিক্যুইডেট করার এবং ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ড বাবদ আইসিআইসিআই ব্যাংককে প্রদেয় অনাদায়ী রাশির সঙ্গে উক্ত রাশির পরিমাণের ভারসাম্য বিধান করার অধিকার আছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের। বকেয়ার উল্লিখিত সামঞ্জস্য বিধানের পর যা ব্যালেন্স থাকবে, তা ফেরত দেওয়া হবে কার্ডধারককে।

13. ফিক্সড ডিপোজিটে পূর্বস্বত্ব চিহ্নিত হওয়ার পর ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ড সক্রিয় করা হবে।

14. কার্ডধারককে যে কোনো সময়েই কেবল একটিমাত্র ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে।

আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : আইসিআইসিআই ব্যাংক টাওয়ার্স, চকলি সার্কলের কাছে, ওল্ড পাদরা রোড, ভডোদরা - 390007

কর্পোরেট অফিস : আইসিআইসিআই ব্যাংক টাওয়ার্স, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই 400051

ঘোষণা :

'আইসিআইসিআই ব্যাংক নিজের একক বিবেচনায় নিজের পণ্য /পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বা দরকারে উক্ত নিয়মাবলি অনুযায়ী বহিরাগত পরিষেবা প্রদানকারীর /প্রদানকারীদের বা এজেন্টের /এজেন্টদের পরিষেবা ব্যবহার করতে পারে।'

"ICICI Bank" ও "I-man" লোগো হল আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেডের ট্রেডমার্ক ও সম্পত্তি। এখানে প্রদর্শিত কোনো মেধা সম্পদ বা অন্য কোনো কনটেন্টের অপব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।